

## রেলকে প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর

এবার চালু হোক বন্দে  
ভারত মেট্রো পরিষেবা



হাউসের পরিজিগ্যাল ট্রেনের অনুকরণে তৈরি হবে ভারতের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। যা ১০০ পরিষীটটারে লম্বা চাকা দুটি স্টেশনের মধ্যে চলাচল করবে। তার পরিশোধ হবে অত্যন্ত গনমান্য যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য হবে বিশ্বমানের এবং প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, বন্দে ভারত সফল হওয়া পরই বিশ্বমানের আঞ্চলিক পরিবহন তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

যার নাম দেওয়া হবে অঞ্চলিক পরিবহন এক্সপ্রেস। আগামী এক বছরের মধ্যে ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী ১১-১৪ মাসের মধ্যে ট্রেন প্রোটোটাইপ প্রকাশ্যে আনার কথা জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বাজেটের পরবেশাদম্বব হাইড্রোজেন ট্রেনের চাল উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণা। যাকে কেন্দ্রের তরফে ‘বন্দে মট্টো’ও বলা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব টুইট করে জানান, চলতি বছরে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হাইড্রোজেন ট্রেনের চাকা গড়াবে দেশের মাটিতে। প্রাথমিকভাবে নীলগিরি মার্ডেনে পরোয়ণে কটে চলাবে দুর্গাশাইন এই ট্রেন।

সুভ্রের ধারণে, পরবর্তী নামে দার্জিলিং পাহাড়েও ছুটবে হাইড্রোজেন ট্রেন। বন্দে ভারত মট্টো নামে নয়া ট্রেন আনার প্রস্তাব দিচ্ছেন মোদী।

# সারদাকাণ্ডে নাম জড়াল সিপিএম ও কংগ্রেসের!

মুস্তব বার্থা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : সারদাকাণ্ডে ইতি সাড়ে ছয় কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এই নিয়ে সিপিএম ও কংগ্রেসের ভেতরের তীব্র চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে বলে জনতে পার গিয়েছে। কার্পাস চিটফন্ড কলেম্কারিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ হওয়া ওই বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মালিকদের তালিকাধার রয়েছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের স্ত্রী নলিনী এরা প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএফ দেবেন বিশ্বাস। সারাদা ও রাজ্যভাগি চিটফন্ডের জন্ম ও বিস্তার শুধু নয়, রমরাম বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই নয়বছর আগে শুরু হওয়া সিবিআই ও ইন্ডিয়ান তদন্তে জানা গিয়েছে, সারদার মৃত্যে আর্থিক সংশ্লিষ্টতার প্রবিশাশী বাম নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতের প্রামেগতো জ্ঞান বিস্তার লাভ করেছিল। বিজেপিগণ শুভেদুত অধিকারীরা গণ্ডে সারদা কলেম্কারিতে আগে থেকেই জড়িয়ে, এবার ইতি সাড়ে ছয় কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতেই সিপিএম ও কংগ্রেসের এই কাণ্ডে ফেলে গিয়েছিল। দীর্ঘ নয় বছর ধরে সিপিএম ও কংগ্রেস নেতানত্রীরা সারদার কলেম্কারিই হিসাবে বড় বড় আদান দিভেন, কিন্তু ইতিগে টুইটের সারদা যুগে কুলুপ পড়ে যায়। নলিনী চিদম্বরম ও দেবেন বিশ্বাসের নাম প্রকাশের পর শনিবার বেলা বাতাবেই কংগ্রেস ও সিপিএম আরও নেতানত্রীদের নাম জড়িয়ে যাওয়ার আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যতু মেসব বাম নেতা সারদারাজ্যভাগিকের 'এজেন্ট সুরক্ষা'র নামে 'কমিশন সুরক্ষার পথ ধরে' যুগপথে চিটফন্ডের আমানতভেই সুরক্ষা করেছেন তারা। অনেকেরই এবার প্রোগ্রোদের ভয়ে কাঁটা। নলিনী চিদম্বরমের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়া নিয়ে কংগ্রেসের মুক্তি, উনি আইনজীবী হিসাবে 'ফি' নিয়েছেন সারদার থেকে সেই অর্থ ক্ষেরত নিয়েছে ইতি। কিন্তু তৃণমুলের সূত্রে পালাটা যুক্তি, তাহলে সাংগাংকি হিসাবে সারদা থেকে পাওয়া বেতন ক্ষেরত দেওয়া সঙ্গের হলে কেউ কলিমাগিলিও হন তবে বস্তুর জঘন্যত্বের অংশীদার হিসাবে কংগ্রেস নেতার স্ত্রী নলিনী চিদম্বরম কেনে জেলেবাইর নিয়ে রয়েছেন। সারদার আদান নেওয়ার দায়ে ইতি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক দেবেন বিশ্বাসকে কেনে প্রোগ্রার হব। না। তাই প্রশ্ন উঠেছে, সারদার ইউনিয়নের সভাপতি হওয়ার জন্য যদি মানন মিত্র প্রোগ্রার হয়ে দীর্ঘদিন জেলে থাকেন তবে কেন বাইরে থাকবেন ইউনিয়নের বাম নেতারা? এই প্রশ্নও উঠছে। কারণ, রাজ্যভাগি ও সারদার এজেন্ট ইউনিয়নের নেতা ছিলেন প্রয়াত সিটি নেতা শ্যামল চক্রবর্তী তিনি প্রতিটি সভায় গিয়ে 'এলেক্ট সুরক্ষা'র সওয়ালা করতেন। ইউনিয়নের অবিপক্ষ নেতাও ছিলেন বাম। প্রশ্ন হল, এই এজেন্ট সুরক্ষা মানে তো চিটফাণ্ডের কমিশনের সুরক্ষা। আর এজেন্টদের এই কমিশনের সুরক্ষা দেওয়ার সারদারাজ্যভাগির কোটি কোটি টাকার আমানত উঠে এসেছে। ওই সমস্ত বাম নেতা কেন সিরিআই বা ইতি হাতে প্রোগ্রার হবেন না, এই নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুলেছেন সারদারাজ্যভাগিগণ আমানতকারীরা। সারদা নিয়ে মালদহ দক্ষিণের কংগ্রেস সংসদ আর হাশেম খান ওরফে ডালু চৌধুরী প্রখানমন্ত্রীরও চিটফাণ্ডে লিখে প্রথমে খারাপ ও পরে ভাল বলেছিলেন কারেন রহস্যের। এই নিয়ে চিটফন্ড কলেম্কারিতে জড়িত অভিযোগে প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক রবীন্দ্র দেবকে জেলা করেছে সিরিআই। প্রধান বিচারপণ্ডিকে লেখা সুপীও সেনের চিঠিতে সূজন কংগ্রেসবীর নাম রয়েছে। কিন্তু এবার নলিনী চিদম্বরম ও প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক দেবেন বিশ্বাসের সম্পত্তি ইতি বাজেয়াপ্ত করার পর স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে গেল, সারদার অর্থ পেয়েছেন কংগ্রেস ও বাম নেতারাও। আমানতকারীদের প্রশ্ন, পারিশ্রমিক হিসাবে সারদা থেকে পাওয়া সাংবাদিকের অর্থ যদি অনৈতিক হয় তবে আইনজীবী হিসাবে নলিনী চিদম্বরমের ক্ষেত্রেও অনৈতিক নয় কেন।

ত্রিপুরা সফরে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়  
বাংলার মডেলেই ত্রিপুরায় উন্নয়ন, তৃণমূলের ইস্তেহারে বার্তা স্পষ্ট

মুস্তু বার্তা, কলকাতা, আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারী ৩ আগামী ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারী এপিএর নিচ্যানী প্রচারে ঝড় তুলতে আসছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তার এপিএ সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যে দলীয় স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যভাৱে সাংসদ সূক্ষ্মতা দেবে জাতিসন্মেন,পূব নিধাৱিত সৃষ্টি অনূয়ায়ী এপিৱার বিধানসভা এপিৱানী প্রাচাৱে ঝড় তুলতে আঁৱিৱায় দুই দিনেৱ সফৱে আসছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়।তিনি আগামীকাল বিকেল ৫টা নাগাদ আগরতলা মমতাজা বীৱ বিক্ৰম বিমান বন্দৱে অবতৰণ কৱবেনৱতারপৱ এদিন তিনি মাতা এপিৱাসুন্দৰী দিবসে দৰ্শনে আও উদ্দেশ্যে ৱনো মনিৱ। তিনি অৱল উদ্দেশ্যে ,৭ ফেব্ৰুৱাৰী সকাল ১১ টায় আগরতলায় এপিৱা প্ৰদেশ তৃণমূল কংগ্ৰেৱে পক্ষ থেকেকে এক নিৰাচনী পদ্যাত্ৰাৱ আয়োজন কৱন হৰাওই কমসৃষ্টিতে অংশগ্ৰহণ

করেনে সর্বভারতীয় তৃণমূল  
কংগ্রেসের সভাপতি মমতা  
বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যো  
পাধ্যায়ের এপুরার সফরকে ঘিরে  
তৃণমূল কংগ্রেসে জোর কদম  
ব্যস্ততা চলছে। বাংলার ঠাট্টে উন্নয়ন  
করা হবে ত্রিপুরা। সামনেই  
বিধানসভা নির্বাচন। বিধানসভা  
নির্বাচনে ইচ্ছোহর প্রকাশ করে স্পষ্ট  
জানাল তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।  
রবিবার আগরতলার দলীয়  
কাঞ্চালিয়ে ইচ্ছোহর প্রকাশ করেনে  
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী প্রাত্য বসু,  
শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাণ্ডা,  
তৃণমূলের সাংসদ সুস্মিতা দেব,  
ত্রিপুরার পর্যবেক্ষক রাজীব  
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি গীত্ময়জি  
বিশ্বাস। জানা গিয়েছে, ইচ্ছোহরে  
মূলত ত্রিপুরার উন্নয়নে বাংলার  
মডেলকেই তুলে ধরা হয়েছে। প্রাত্য  
বসু বলেছেন, যে ধাতো গত ১১  
বছরে পশ্চিমবাংলার সব দিক দিয়ে  
উন্নয়ন হয়েছে, একইভাবে উন্নয়ন  
হবে ত্রিপুরা। পশ্চিমবঙ্গের  
স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন

হয়েছে। একইভাবে ত্রিপুরাতেও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উন্নয়ন করা হবে। উচ্চশিক্ষায় দেওয়া হবে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড। ২ লক্ষের উপর



কর্মসংস্থান করা হবে। একইভাবে  
মন্ত্রী শশী পাণ্ডা বলেছেন, কেন্দ্রীয়  
সরকারের বঞ্চনা সত্ত্বেও  
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন করে দেখিয়েছে  
তৃণমূল কংগ্রেস। একইভাবে উন্নয়ন  
হবে ত্রিপুরাতেও। ত্রিপুরায় ব্যর্থ



হয়েছে ডবল ইঞ্জিন। ১০,৩১৩  
ছাটাই শিক্ষকদের বিষয়টিও বিবেচনা  
করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।  
ইস্তেহারে। এছাড়াও ইস্তেহারে

ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নে ঢালাও  
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। গত  
দু'বছর ধরে ত্রিপুরায় সংগঠন  
তৈরিতে ব্যাপক পরিশ্রম করেছে  
বাংলায় শাসকদল। উল্লেখ করা  
যেতে পারে, রবিবার আগরতলায়

পৌঁছেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী  
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাবেন  
প্রিয়শ্রী মন্দিরে। সোমবার  
আগরতলায় রোড শো করবেন।  
গোটা শহরে হাটবেন মমতা  
বন্দ্যোপাধ্যায়। কমপক্ষে  
কিলাটিমায়ের উপর হাটবেন তিনি।  
তার পদ্মাত্মকে ঘিরে আগরতলায়  
উষাহ তুঙ্গ। অন্যদিকে, একদিনে  
প্রিয়রায় দুটি কেন্দ্র-আমাবসা ও  
গোয়ায় জমসাদ কারার কাজ অতি  
শাহেরও। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় তৃণমূল  
কংগ্রেস ১৮ আসনে প্রত্বেদিত  
করছে। প্রতিদিন চলছে তৃণমূল  
কংগ্রেসের প্রচারণা ১৬ ফেব্রুয়ারী হবে  
নির্বাচন ফলাফল ২২রা মার্চ। প্রদেশ  
তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি  
নিয়মকান্তি বিশ্বাস জানিয়েছেন,  
নির্বাসী ইচ্ছাকৃতক নিয়োগ ঘরে ঘরে  
যাবে প্রাণীরা। প্রাণীদের প্রচারে ব্যাপক  
সড়া পাক্কেই বলে তার দাবী। ত্রিপুরা  
সফরে আসবেন একঝাঁক তৃণমূল  
নেতেনেত্রী। আসবেন অভিজ্ঞ  
বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

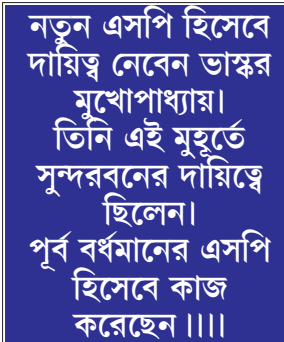
এরপর ৩-র পাতায়

রাজনৈতিক অশান্তির মাঝেই অপসারিত  
বীরভূমের পুলিশ সুপার নগেন্দ্র ত্রিপাঠী

মুর্ত্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি : পঞ্চায়েত নিষ্যচনের আগে দুই তৃণমূল কর্মীকে বোমা মেরে খুন করার অভিযোগ উঠল স্থানীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় প্রেক্ষতার কাছ হয়েছে কংগ্রেস নেতা কর্মীকে। হযরত তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় সরিয়ে দেওয়া হল বীরতম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্র নাথ ত্রিপিঠিকে। যদিও বদলির অর্ডারে চার জানুয়ারি লেখা আছে।

বোমার ঘটনায় মৃতদের নাম হল নিউটন শেখ (৩৭) ও লালু শেখ (৩৮)। দুজনেরই বাড়ি বীরভূমে। মাজুমা থানার হাসপাতাল পাড়ায় নিউটন ঘটেছে, শনিবার তাই ৯ টার দিকে মাজুমা হাসপাতাল পাড়ায়। অভিযোগ বাড়ির কাছে দুকুতীয়া বোমার মধ্যে থেকে মোটরবাইক লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। বোমায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিউটনের। রবিবার সকালে কলকাতার পিজি হাসপাতালে মৃত্যু প্রায় ত্রুটি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ভাট শেখের প্রাণের ভাই

লাল্টু শেখের। ঘটনার পরেই উভয়  
পক্ষের বোমাবাজিতে এলাকায়  
উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে পুলিশ



নিয়ে ফেলে। সেই পরিস্থিতি সামাল  
দেন রামপুরহাট এক ব্লক তৃণমূল  
কংগ্রেস সভাপতি সৈয়দ সিরাজ



গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।  
 রাতেই গ্রামে পৌঁছে যান ভূমমূলের  
 রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক সভাপতি  
 সৈয়দ সিরাজ জিম্মি। তিনি  
 স্বজনহারা পরিবারের পাশে  
 দাঁড়ানোর পাশাপাশি উদ্বেগিত  
 কর্মীদের শান্ত করেন। না হলে  
 হয়তো ফের দ্বিতীয় বগটুইয়ের  
 মতো ঘটনা ঘটতো। কারণ  
 নিহতের অনুগামীরা দুশুভ্দিদের  
 বাড়িতে আশ্রয় লাগানোর প্রস্তুতি

জন্ম। নিউটনের স্ত্রী ফিরদৌসি  
বিবি বলেন, আমার স্বামিকে  
জাহির শেখ, আইনাল শেখ,  
সফিক শেখ, সুজাউদ্দিন শেখরা  
খুন করেছে রাতে ওরা মোঁর  
বাইকে ফিরছিল। হাসপাতালের  
কাছে কংগ্রেস আশ্রিত দুকুতীরা  
বোমা মারার খবর পায়।  
ঘটনাস্থলেই স্বামীর মৃত্যু হয়। আমি  
ওদের শাস্তি চাই। ওরা কংগ্রেস  
করে। এরপর ৩-৭ পাতায়

এরপর ৩-র পাতায়

দুই খাপে মে ও জুলাইতে স্কুল ইউনিফর্ম  
দেবে রাজ্য, পাবে ১ কোটি ১০ লক্ষ পড়ুয়া

দুর্ভাগ্যবর্তী, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের প্রথম স্টেপে স্কুলে ইউনিফর্ম পাবে। আর দ্বিতীয় স্টেপে পাবে দু'মাস পর। মাসে জুলাইতে। স্কুল ইউনিফর্ম তৈরির হাল হকিকত জানতে স্কুল শিক্ষা দপ্তর, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ দপ্তর, সমবায়, স্বাস্থ্যসহ একাধিক দপ্তরের সচিব ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব এচ এম দ্বিবেদী।

পেশাসহিব গুণমান নিয়েও আলোচনা হয় এবং জানা গিয়েছে। এর আগে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছিল। তাই এবার একটি দেরিতে ইউনিফর্ম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিশাল সংখ্যক

ইউনিফর্ম তৈরি করছে রাজ্যের  
বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী। পোশাকের  
কাপড় যাতে উচ্চ মানের হয় তাই  
আধুনিক পাওয়ারলুম খুলতে



সাহায্য করেছে রাজ্য সরকার। ১ কোটি মিটার কাপড় তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে এই পাওয়ার লুমগুলিতে। বস্ত্রশিল্পে উৎসাহ ভাতা চালু হওয়ার পর উন্নত মানের পাওয়ারলুম পুরোদমে কাজ করছে। পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাঁতিদের

ব্যাংক ঋণ শোধের জন্য কীভাবে  
 সহায়তা করা যায় সে বিষয়ে একটা  
 পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।  
 এছাড়াও রাজ্যের তরফা সরকারি  
 সংস্থা ছাড়াও বেসরকারি সংস্থার  
 কাছে যাতে তাদের উপপানিত বস্তু  
 বিক্রি করতে পারেন তার জন্য  
 একটি পোটাল চালু করা হবে।  
 পাশাপাশি এদিন টিক হয় বলে  
 জানা গিয়েছে, ঋণ শোধে সহায়তা  
 করার আগে প্রাথমিক তালি সমন্বয়  
 সমিতির সদস্যদের আর্থিক  
 পরিস্থিতি সমীক্ষা করে দেখা হবে।  
 সেইমুহুর্তে তত্ত্বজ্ঞান মঞ্জুরী, বঙ্গশ্রী  
 সংস্থাগুলির কাছে তরফা এখন  
 কাপড় বিক্রি করেন। সেই কাপড়  
 যাতে পোটালের মাধ্যমে বেসরকারি  
 সংস্থার কাছেও বিক্রি করা যায়, সে  
 বিষয়টিরও ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে  
 বলে খবর মিলেছে।

ও এজেন্সিগুলির মধ্যে সমন্বয়  
 রাখাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।  
 বায়োলজি এখন থেকেই বিজ্ঞাপি অঙ্ক  
 কষা শুরু করেছে। যা জানা যাচ্ছে,  
 এই পরিকল্পনা বহুমুখী। রাজা  
 নেতৃত্বের উপর তেমন আস্থা নেই।  
 দিল্লির ফলে এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ  
 বাড়াচ্ছে দিল্লির আর্থিক মদনও  
 বাড়ানো হতে পারে। সব শাখা  
 সংগঠনে একাডেমিক কিছু  
 কার্যকরভাবে টুইছাইল দেওয়ার  
 বিষয়টি বিবেচিত হচ্ছে। প্রতি  
 এলাকায় দৃশ্যমানতা বাড়ানো পতা  
 ও অন্য উপকরণ সরবরাহ বাড়ানো  
 হচ্ছে। জানা গিয়েছে,, শুভেন্দু  
 চাইছিলেন তমলুক দাঁড়াতো  
 কাঁঠোতে ভাই দিব্যেন্দু বা সৌমেন্দুক  
 চাইছিলেন নিদেয়।

আশ্বাস দেন। তিনা সন্ত্রাসের বাতাস  
যাবে না বলে বিরোধীদের হুঁশিয়ারি

অভিষেকের উচিত দল সামলানো, পরে  
অন্যদের নিয়ে চিন্তা করা : দিলীপ ঘোষ

দুস্তু বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : মুখাম্মদী মমতাবাদে বন্দোপাধ্যায়ের অভিযোগ অসম্ভবে বন্দোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি সফরভার্তী দিলীপ ম্যোহ। শনিবার কেশপুণ্ডে জনতাভাষা ভাষণ দেওয়ার সময় বিজেপিকে নিয়ে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন অভিযোক্তা। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ম্যোহ রবিবার বলেন, অভিযোক্তা বন্দোপাধ্যায় বিজেপিকে নিয়ে উদ্ভ্রম্য না হয়ে, আগে নিজের এবং নিজের দলের চিন্তা করো উচিত। নিত্যদিনের মতো রবিবার প্রাণ্ডভোগে বের হন দিলীপ ম্যোহ। দৈনিক সূতায় সত্যদেবের সোখান থেকে সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক ইয়াত্রে মন্তব্য করেন। শনিবার কেশপুণ্ডে তিনি থেকে তুলুসুর সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিযোক্তা বন্দোপাধ্যায় জানান, তিনি নিজের দাঁড়িয়ে থেকে ধানোয়ান কাব্যে। এমনকি অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নম্বরও দিয়ে যান তিনি। এই প্রসঙ্গে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি দিলীপ ম্যোহের দাবি ‘সটাই ডায়ালগ’ কাজের কাজ কিছুই হবে না। তিনি আরও বলেন, এই রকম বড় বড় ডায়ালগ আগেও শুনেছি আমরা। আগে নিজের সামলান, নিজেরদের কঠোরভাবে সামলান। আর এখন ওনাকে কেন মাঠে নামতে হচ্ছে? কেন কোনও বুথে গিয়ে বসতে হচ্ছে? কেন জবাব দিতে হচ্ছে? আসলে ওরা যা দৃষ্টি করেছে মনোমতে এখন তার জবাব দিতে পারছেন না। তাই ওনাকে বুথে গিয়ে বসতে হচ্ছে, প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে।

সরকারি চাকরিতে মেয়েরা সংরক্ষণের  
সুবিধা পাবেন, রায় আদালতের

নমাপিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : বিবাহিত হলেও সরকারি চাকরির পরীক্ষার আবেদনে বাবামায়ের জাতি পরিচয় বাবান্নার কবচে পালিয়ে মিলিয়ারা। সেই অনুযায়ী সংরক্ষণের সুবিধাও পাবেন। কড়া রায় দিল কর্ণটক হাই কোর্ট। এতে মামলার বিচারপতি এম নাগাশেঙ্গু জানান, সরকারি চাকরির পরীক্ষার আবেদনপত্রে মিলিয়ারা বাবামায়ের জাতি পরিচয় দিলে, সেই অনুযায়ী সংরক্ষণের সুবিধার বিষয়ে বিবেচনা করতেই হবে সরকারকে। হাই কোর্টের সাস্পেক্টিভ রায়ে শেরাগোল শ্রুত হয়েছে কর্ণটাক। ঘটনার সূত্রপাত কর্ণটকের প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায়। যেখানে বহু বিবাহিত মিল্লা সংগেই দায়িত্ব পেতে স্বামীর দখলে বাবামায়ের জাতি পরিচয় দেন। আর এখানে কর্ণটকেই ওই আবেদনগুলিকে বাতিল করে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর। তারা সাফ জানায়, যেহেতু আবেদনকারীরা ইতিমধ্যে বিবাহিত, অতএব তাঁদের স্বামীর জাতি পরিচয়ই বিবেচনা করা হবে। যদিও সরকারের এ বৈধ ফুক্তি মাতেও চাননি বহু মিল্লা আবেদনকারী। কর্ণটক এরা আদালতে দ্বন্দ্বিত্ব হন। ২১ জন বিবাহিত মিল্লা চাকরিপ্রার্থী কর্ণটক হাই কোর্টে সরকারি সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে মামলা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার  
কর্মীদের জন্য  
সুখবর

মুখের বার্তা, কলকতা, নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি ৯ বাজেট পেশ হতে  
না হতেই আবার কেন্দ্রীয় সরকার  
কর্মীদের জন্য সুখবর এল। জান  
গিয়েছে, শিগগিরি মার্ঘ্য ভাত  
বাড়ানোর ঘোষণা করতে পারে  
মোদি সরকার। গত সেপ্টেম্বরে  
ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করেছিল  
শেখু। যা কার্যকর হয়েছে গত  
জুলাই থেকে। জানা গিয়েছে, নের  
ডিএ বাড়ানো হবে। আগের মতো  
মতো ৪ শতাংশ বাড়বে মহাঘণ্টা  
ভাত। যা কার্যকর হবে ১ জানুয়ারি  
থেকে। গতবারের বৃদ্ধিতে মোট  
ডিএ প্রাপ্তি দাঁড়িয়েছিল মূল্য  
বেতনের ৬৮ শতাংশে। তা ৪  
শতাংশ বেড়ে হবে ৪২ শতাংশ  
উল্লেখ্য, গত বছরের ১ এপ্রিল  
মর্ঘ্য ভাতও বাড়ানো হয়েছিল  
সেবার ডিএ বেড়েছিল ৩ শতাংশ  
ফলে এবারের ঘোষণা হয়ে গেলে  
বর্তমান অর্থবৎসে ১১ শতাংশ হবে  
মার্ঘ্য ভাত। বৃদ্ধির মোট পরিমাণ  
সাধারণত কোনও বছরে গড়ে  
দুইবারই মার্ঘ্য ভাত বৃদ্ধি করা  
হয়। দেশের প্রায় ১ কোটি সরকারি  
কর্মী ও পেনশনভোগীরা এই  
সুবিধা পেয়ে থাকেন  
এআইআরএফের সাধারণ  
সম্পাদক শিবগোপাল মিশ্র  
জানিয়েছেন, মার্ঘ্য ভাত। বাড়ার  
কথা ৪.২৬ শতাংশ। কিন্তু সরকার  
কখনও ভুল্লপাশে মার্ঘ্য ভাত  
বাড়ায় না। তাই ৪ শতাংশ বাড়বে  
তা ৪২ শতাংশ করা হবে  
প্রসঙ্গত, বাজারদর অনুযায়ী মহাঘণ্টা  
ভাত। বাড়ায় সরকারি কর্মী ও  
অবসরপ্রাপ্তদের। যা নির্ধারিত হলে  
বর্তমান 'কনজিউমার প্রাইস  
ইনডেক্স ব্লক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কস  
তথা সিপিআই-আইডিবিউডি  
অনুযায়ী। প্রতি মাসেই এই সূচক  
প্রকাশিত হয়। শ্রম বুরো আসলে  
শ্রম মন্ত্রকেরই অংশ। বাজারে  
জীবনব্যয়ের খরচ বৃদ্ধি কীভাবে  
হচ্ছে তা ওই সূচক থেকেই  
অনুমান করা হচ্ছে।

# ভয়াবহ বিস্ফোরণে কাঁপল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১  
পাকিস্তানে কোয়েটা পুলিশ বালিষ্টার  
এলাকাতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ  
রবিবার প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট  
পারভেজ মশারফের মৃত্যুর দিবাতে  
ঘটনটি ঘটেছে। ঘটনা অহত বহু  
আহতদের ভয়ানক হাসপাতালে  
নির্য়ে যাওয়া হয়েছে। পাক  
স্ববাদমাধ্যম থেকে পাওয়া  
অনুযায়ী, এই ঘটনা দু'জন  
সুরক্ষাকর্মী গুরুতর আহত  
হয়েছেন। আহতদের তর্জি  
হয়নি। হাসপাতালে ভর্তি করা  
হয়েছে। বিস্ফোরণের পর

আহমেদ বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এলাকাটি পুরো খালি করে দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে চলতি

পুষ্টিগুণে পাকিস্তানে তৃতীয়  
বিষফোরগের ঘটনা ঘটল। যদিও  
পাক পুষ্টিশেখের তরফে এখনও  
কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

## প্রয়াত হলেন

### পারভেজ মুশাররফ

ইসলামাবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি : বিলম্ব  
রোগে লুডাহাইয়েডোজিসের সাথে  
দীর্ঘ অ্যাডমিটের পর আজ রবিবার  
সকালে প্রয়াত হলেন পাকিস্তানের  
প্রাক্তন সেনাপ্রধান তথা প্রেসিডেন্ট  
পারভেজ মুশাররফ। তার বয়স ছিল  
৭৯। তিনি এদিন সংযুক্ত আরব  
আমিরাতের আমেরিকান  
হাসপাতালে মারা যান। সেখানে  
তিনি দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন।  
বলে পাকিস্তান প্রশাসন জানিয়েছে  
জিলাট অনুযায়ী তার অসুস্থতাবা  
চিকিৎসার কারণে তিনি কয়েক  
সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে ভর্তি  
ছিলেন। মোশাররফ ২০১৬ সাল  
থেকে দুবাইতে বসবাস করছেন।  
এবং তারপর থেকে তিনি  
পাকিস্তানে ফিরে আসেননি। প্রাক্তন  
এই প্রেসিডেন্ট গত আট বছর ধরে  
চিকিৎসা নিচ্ছেন সংযুক্ত আরব  
আমিরাতে। ১৯৯৯ সালে সফল  
সামরিক অভ্যুত্থানের পর  
মোশাররফ ছিলেন পাকিস্তানের  
দশম রাষ্ট্রপতি। তিনি ১৯৯৮ থেকে  
২০০১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে  
১০০তম চেয়ারম্যান জমৈন্ট চিফস  
অফ স্টাফ কমিটি এবং ১৯৯৮  
থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭তম শীর্ষ  
জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন  
করেন।

## উত্তর ভারত থেকে শীঘ্রই শীতের বিদায়, পাহাড়ে হবে তুষারপাত

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : উত্তর ভারত থেকে শীঘ্রই বিদায় নেবে শীত। অনেক রাজ্যে ক্রমাগত তাপমাত্রার পারদ চড়ছে। জাতীয় রাজধানী দিল্লি এবং এনসিআরেও শীত বিদায় নিতে চলেছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে পার্বত্য রাজ্যে তুষারপাত অব্যাহত থাকবে। রবিবার আবহাওয়া দফতর সূত্রে এখনর পাওয়া গিয়েছে।এবিষয়ে দফতরে এক আধিকারিক বলেন, অনেক রাজ্যের কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। হিমালয় অঞ্চলে বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, গিলগিট, বালোচিস্তান, উত্তরাখণ্ড এবং হিমাচল প্রদেশের কিছু অংশে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে।এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, অসম এবং মিজোরাম এখনও কুয়াশা থেকে মুক্তি দেখতে পায়নি। উত্তর-পূর্ব রাজ্য ত্রিপুরায় ঘন কুয়াশা যাত্রীদের অসুবিধা বাড়িয়ে দিতে পারে। রবিবার, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ এবং সর্বনিম্ন ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে।

## রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম ছিল



নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও উলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় দশমাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইথিয়ান অসেল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮১.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা।

কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.৩৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

## সাধারণ বাজেট ২০২৩-২৪ঃ বাজেট অর্থনীতির সম্পন্দন ধরেঃফিকি

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি :ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান কোর্প অফ কমার্্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফআইসিসিআই) কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিক্রিয়ার বলেছে, বাজেট অর্থনীতির সম্পন্দন ধরতে চলেছে। কেন্দ্রীয় বাজেট ভারতকে প্রবৃদ্ধির পথে রাখতে এক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিকলিত করবে।ফিকি-র সভাপতি শুভকান্ত পান্ডা বলেন, বাজেট ভারসাম্যপূর্ণ এবং প্রগতিশীল, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয়। আজকের যোগাগুলি অর্থনীতির সম্পন্দন দখল করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সরকারি মূলধন ব্যয়ের ব্যয় বৃদ্ধি করা যা সেসরকারি বিনিয়োগে ছাড়াও অর্থনীতির সমস্ত খাতকে উপকৃত করবে।তিনি বলেন, রাজস্ব ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য আমরা সরকারের প্রশংসাও করছি। এটি বাজেটকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়। অর্থনীতি আশ্রুত করেছেন যে রাজস্ব একীকরণে আপস না করে বৃদ্ধির অগ্রাধিকার পাবে।পান্ডা আরও বলেন, যদিও ভারত বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আশার আলো দেখ, তবুও আমরা বাকি বিশ্বেথ থেকে আলাদা নই। আমরা ভারতের রফতানি প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করি।

# রাজ্যগুলিকে উন্নয়ন ও পরিকাঠামো খাতে সাহায্য করার জন্য ৫০ বছরের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সহায়তা

নয়াদিল্লি,৫ফেব্রুয়ারিঃআর্থিক তথা অর্থনৈতিক সংহতিসাধনের পথ অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকার আগামী ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মধ্যে আর্থিক ঘাটতিকে ৪.৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে। সম্প্রতি সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশকালে একথা জানান অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনি। তিনি বলেন যে, ২০২৩-২৪-এর বাজেট অনুমানের ভিত্তিতে দেশের আর্থিক ঘাটতি জিডিপি-র ৫.৯ শতাংশের মতো হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ডেট সিকিউরিটি থেকে বাজারে ঋণের মাত্রা ১১.৮ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলেও অনুমান করা হচ্ছে। তবে, ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প এবং অন্যান্য সূত্রগুলি থেকে লগ্নি খাতে প্রয়োজনীয় বাকি অর্থ পাওয়া যাবে বলেও মনে করা হচ্ছে। বাজারে মোট ঋণের পরিমাণ ১৫.৪ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে।২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে ঋণ বাদে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আয়ের মাত্রা ২৭.২ লক্ষ কোটি টাকার মতো হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, মোট ব্যয়ের মাত্রা ধরা হয়েছে ৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। কর সংগ্রহ বাবদ ২৬.৩ লক্ষ কোটি টাকার মতো আয় হবে বলেও অনুমান করা হচ্ছে।২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশ্লিষিত বাজেট হিসাব অনুযায়ী, ঋণ ছাড়াও অন্যান্য খাত থেকে ২৪.৩ লক্ষ কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে সরকার সংগ্রহ বাদদ ২০.৯ লক্ষ কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনাও বেশ উজ্জ্বল বলে মনে করা হচ্ছে।রাজ্যস্ব ঘাটতিঅর্থমন্ত্রী আজ তাঁর বাজেট ভাষণে আরও বলেছেন যে ২০২২-

২৩ অর্থ বছরে রাজস্ব ঘাটতির হার যেখানে ছিল ৪.১ শতাংশের মতো, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরটিতে তা ২.৯ শতাংশের মতো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন যে বিশ্বব্যাপী এক আর্থিক মন্দাও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে, আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতাও দেখা গেছে। সুতরাং, এই ধরনের পরিস্থিতির ওপর যে কোনও দেশেরই অর্থনৈতিক নীতি রচয়িতাদের কোনরকম নিয়ন্ত্রণ থাকা যথেষ্ট কঠিন ও অসম্ভব একটি বিষয়। তবে, নতুনভাবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং নাগরিক কল্যাণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির অঙ্গীকার ও সেইসঙ্গে আশানুরূপ কর আদায় ইত্যাদির মতো প্রচেষ্টা ২০২২-২৩ অর্থ বছরটিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক দ্রুত উন্নয়নে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ভৌগোলিক তথা রাজনৈতিক সংঘাত খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিকে যথেষ্ট চিন্তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের সাহায্য করতে আরও বেশি মাত্রায় খাদ্যে ভত্কির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এজন্য সারের ওপরও ভর্তুকি সহায়তা ব্যয়ানো জরুরি হয়ে পাচ্ছে। বৃহদায়তন অর্থনীতির পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল রাখতে এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের।২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মধ্যে আর্থিক ঘাটতিকে জিডিপি-র ৪.৫ শতাংশেরও নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে আর্থিক সংহতি রক্ষার পথ অনুসরণ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ব্যাপক ও তর্তুকি সহায়তা ব্যয়ানো জরুরি হয়ে পাচ্ছে।

অব্যাহত রাখার কথা ঘোষণা করেছে।সংশোধিত বাজেট অনুমান (২০২২-২৩)বাজেট অনুমান (২০২৩-২৪)আর্থিক ঘাটতি৬.৪। ৫.৯রাজস্ব ঘাটতি৪.১।২.৯।কর থেকে রাজস্ব অর্জন২০২২-২৩-এর তুলনায় ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে মোট কর রাজস্বের পরিমাণ ১০.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাওয়ার আশা রয়েছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ধরনের কর ব্যবস্থা থেকে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১০.৫ এবং ১০.৪ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।রাজস্ব খাতে আয় ও ব্যয়২০২৩-২৪-এর বাজেট হিসাব অনুযায়ী রাজস্ব খাতে মোট আয় ও ব্যয়ের মাত্রা যথাক্রমে ২৬.৩২ লক্ষ কোটি এবং ৩৫.০২ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে আয় ও ব্যয়ের আনুপাতিক হার ২০২৩-২৪-এর বাজেট অনুমানে ৭৫.২ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।কর বাদে অন্যান্য খাতে রাজস্ব অর্জন কর ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আয় মোট রাজস্ব অর্জনের ১১.৫ শতাংশ স্থান অধিকার করবে বলে মনে করা হচ্ছে যার সার্বিক মাত্রা গিয়ে দাঁড়াতে পারে ৬.০২ লক্ষ কোটি টাকায়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ ছিল ২.৬২ লক্ষ কোটি টাকা। সুতরাং বৃদ্ধির হার এক্ষেত্রে ১৫.২ শতাংশ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।ডেট সিকিউরিটি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলধনী ৮৪ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াতে পারে। এর মধ্যে ঋণ ও অগ্রিমের পরিশোধ থেকে ২৩ হাজার কোটি টাকা অর্জিত হবে বলে মনে করা

হচ্ছে।মূলধনী ব্যয় ও আর্থিক ঘাটতির অনুপাতমূলধনী ব্যয়ের অনুপাত আর্থিক ঘাটতির নিরিখে ৫৬.০ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ২০২৩-২৪-এর বাজেট হিসাব অনুযায়ী। এর আগে এর মাত্রা ২০২১-২২ অর্থ বছরে ছিল ৬৭.৪ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরে যা পরিলক্ষিত হয়েছিল ৪১.৫ শতাংশ।রাজ্যগুলির আর্থিক ঘাটতিঅর্থমন্ত্রী বলেছেন যে আর্থিক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ৩.৫ শতাংশ পর্যন্ত ঘাটতিকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হবে। শক্তি তথা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের সংস্কার প্রচেষ্টার জন্য ০.৫ শতাংশ ঘাটতি হওয়ার বিষয়টি অসম্ভব কিছু নয়। তবে রাজ্যগুলিকে ৫০ বছরের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে। এই ঋণ রাজ্যগুলিকে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মধ্যেই মূলধনী ব্যয় খাতে বিনিয়োগ করতে হবে। বিষয়টি যদিও রাজ্যের এন্টিয়ারে, তবে ঋণ সহায়তার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ওপর শর্ত আরোপিত হতে পারে। এর ফলে, মূলধনী ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধিতে রাজ্যগুলি আরও তপর হয়ে উঠতে পারবে। অনুমোদিত ঋণ সহায়তার একটি বিশেষ অংশ পুরনো সরকারি গাড়িগুলির যন্ত্রাংশ বিক্রির ব্যবস্থা, নগর পরিকল্পনা ও সংস্কার, শহরাঞ্চলের সরকারি সংস্থাগুলিকে মিউনিসিপাল বন্ডের মাধ্যমে ঋণ সহায়তাযোগ্য করে তোলা, পুলিশকর্মীদের জন্য আবাসন নির্মাণ, ইউনিট মল গড়ে তোলা, শিশু ও বয়স্কদের জন্য লাইব্রেরী সহ ডিজিটাল পরিকাঠামো গঠন এবং স্কোঁয়া প্রকল্প রূপায়ণে মূলধনী ব্যয়ের ক্ষেত্রে রাজগুপ্তদায় মোটোব্যবস্থার করা যাবে।

## আদানি ইস্যুতে হটগোলের জেরে লোকসভা ও রাজ্যসভা সোমবার পর্যন্ত মুলতবি

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : আদানি ইস্যুতে বিরোধীদের ব্যাপক হটগোলের কারণে সংসদের উভয় কক্ষের কার্যক্রম সোমবার সকাল ১১টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়েছে।বাজেট অধিবেশনের চতুর্থ দিনে লোকসভার কার্যক্রম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী সাংসদরা

আদানি ইস্যুতে যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) তদন্তের দাবিতে হট্টে শুরু করে। এর পরে প্রথমে দুপুর ২টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়, পরে ইউপিবেশের কারণে সোমবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতবি করা হয় লোকসভার কার্যক্রম।একই সময়ে, রাজ্যসভায় বিরোধীদের হটগোলে

অব্যাহত থাকায় প্রথমে কার্যবিবরণী দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত মুলতবি করা হয়, পরে আবারও হটগোলের পরিস্থিতিতে সোমবার সকাল ১১টা পর্যন্ত রাজ্যসভা মুলতবি করা হয়। আদানি গোষ্ঠী এবং চিনের সাথে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে অবিলম্বে আলোচনার দাবিতে

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বিরোধী দলের নেতারা সংসদের উভয় কক্ষে মুলতবি নোটিশ জমা দিয়েছেন।বিরোধী কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ টাউট করেছেন, মৌদী সরকার অসহিষ্ণু নীতির কারণে জেপিসির দাবিতে বিরোধীদের ভয়ে সংসদের উভয় কক্ষ স্থগিত করেছে।

# ত্রিপুরায় গরীবের শোষণ করেছে সিপিএম, কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য থেকে উধাও হয়ে যাবেঃড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

আগরতলা, ৫ফেব্রুয়ারিঃ ত্রিপুরায় গরীবের শোষণ করেছে সিপিএম। তাই, আগামী কয়েক বছরে ওই দল রাজ্য থেকে উধাও হয়ে যাবে। আজ ত্রিপুরায় কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে বিজয় সঙ্কল্প জনসভায় অংশ এভাবেই বাকদের বিবেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেতার আহ্বায়ক ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাথে তিনি যোগ করেন, তিপরা মথা কয়েকটি আসনে জয়ী হতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরায় সরকার গঠন করতে পারবে না।এদিন তিনি কংগ্রেসকে নিশানা করে বলেন, ১০ বছর আগেই ত্রিপুরা থেকে সিপিএম মুছে যেত। কিন্তু, কংগ্রেসের সহযোগিতায় তারা ২৫ বছর ত্রিপুরা শাসন করেছে। তাঁর দাবি, বামেরা ত্রিপুরায় গরীবের শোষণ করেছেন। তাই, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তারা ত্রিপুরা থেকে উধাও হয়ে যাবো।তঁর কথায়,

## বিজেপি-র বিরুদ্ধে মুসলিমদের মেকি দরদের অভিযোগ কুণালের

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি :বিজেপি-র বিরুদ্ধে মুসলিমদের মেকি দরদের অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূলের মুখপাত্র তথা দলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষে। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গত বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন, নগশাদি ভাইয়ের দম আছে, তাই (শাসক দলের কাছে) সারেস্তার করেননি। তার প্রেক্ষিতেই শুক্রবার তোপ দাগেন কুণাল।কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, ‘ উগ্র

হিন্দুদের কথা বলে ভোট করতে গিয়েছিল। কিন্তু মানুষ আজ বুঝতে পারছে, ধর্ম দিয়ে পেট ভরেছে না। মানুষ জনবিরোধী নীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই কারণে এখন (বিজেপি নেতারা) ছুটে বেরাচ্ছেন।’ তাঁর বক্তব্য, ‘ বিজেপিই হিন্দুদের কাছে বলত এসেছে, বাকি দলগুলিই মুসলিমদের তোষণ করে, আমরা শুধু হিন্দুদের। তাহলে এখন সেই হিন্দুদের কী বোঝাবে? এই কথাগুলি তাদের স্ববিধোচিতা,

দ্বিচারিতা, দেউলিয়াপনা, দিশাহীনতার ইঙ্গিত। হঠা তারা যা করার চেষ্টা করছে, এই মেকি দরদ পারবে না। এদিকে, তাঁরা সরকার গঠন করতে পারবে না। এদিকে, তাঁরা দিল্লিতেও ক্ষমতায় নেই। ফলে, প্রেটার তিপরালায়ন্ডের প্রতিশ্রুতি তারা কিভাবে পূরণ করবে, জানতে চেয়েছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর মতে, তিপরা মথা-কে ভোটা দেওয়া এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ না করা সমান।তাঁর দাবি, তিপরা

মথা ত্রিপুরাকে ভাগ করতে চাইছে। তাঁদের ওই দাবি কেউ সমর্থন করছেন না। বিজেপি জনজাতিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরী এবং রোজগারের জন্য কাজ করে চলেছে। তাছাড়া, বিজেপি ত্রিপুরাকে কখনো ভাগ হতে দেবে না এবং এক রাজ্য হিসেবে সকলের উন্নয়নে কাজ করবে। বিজেপির নেতৃত্বে রাজ্য সরকার, জোর গলায় দাবি করেন ড. শর্মা।

## সাধক রবিদাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী



নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : রবিবার বিখ্যাত কবি ও সমাজ সংস্কারক সন্ত রবিদাসকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।তিনি সাধক রবিদাসের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী একটি ন্যায়, সৌহার্দপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ার প্রত্যয় পূর্নব্যক্ত করেন।এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী টুইট করেন, আমরা তাঁর জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তাঁর মহান বার্তাগুলি স্মরণ করি। এই উপলক্ষ্যে, আমরা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি ন্যায়সঙ্গত, সৌহার্দপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ সমাজের জন্য আমাদের সর্বকল্প পূর্নব্যক্ত করছি। তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে আমরা দরিদ্রদের সেবাও করছি।

## দেওঘরের অনুকূল চন্দ্রের আশ্রমে গুরুর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিলেন অমিত শাহ



দেওঘর, ৫ ফেব্রুয়ারিঃ ঝাড়খণ্ড সফরের দ্বিতীয় দিনে রবিবার দেওঘরের সঙ্গম নগরে অবস্থিত অনুকূল চন্দ্র আশ্রমে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে তিনি স্বামী অনুকূল চন্দ্র ও ঠাকুর মাকে প্রণাম করেন এবং তাঁদের আশীর্বাদ নেন। পাশাপাশি আশ্রমে উপস্থিত গুরু বাবাই দা-এর সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। শাহ সঙ্গম আশ্রমকে আর্থিক সাহায্যেও আশ্রাস দিয়েছেন। এরপর দেওঘর বিমানবন্দর থেকে বিএসএফের একটি বিশেষ বিমানে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন।তিনি আশ্রমের গুরুর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, তিনি ইতিমধ্যে এই আশ্রমের কথা শুনেছেন তবে এটি দেখার সুযোগ পাননি। এবার তিনি দেওঘরে রাত্রি যাপনের সুযোগ পেলেন এবং সকালেই তিনি এখানে দশনের জন্য হাজির হন। উল্লেখ্য, দেশ-বিদেশ থেকে লাখ লাখ ভক্ত এই আশ্রমে আসেন। ১.২৫ লক্ষেরও বেশি ভক্তরা একসঙ্গে বাস এখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন।দেওঘর বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বাদল পালেশ্বখ, গোড্ডার সাংসদ নিশিকান্ত দুবে, দীপক প্রকাশ, বাবুলাল মারান্ডি প্রমুখ।প্রসঙ্গত, শনিবার দেওঘরে থাকার প্রথম দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাবা বৈদ্যনাথের দরবারে প্রার্থনা করেন। এরপর জোসিডিতে ইক্ষকোর ন্যামো সার কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

## ‘গারভি গুজরাট’ যাত্রা দিল্লির সফদরজং স্টেশন থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ছাড়বে

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি :ভারতীয় রেলওয়ে ভারত সৌরব ডিলাঞ্জ এন্সি ট্যুরিস্ট ট্রেন চালিয়ে গুজরাটের সানস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য প্রদর্শনের জন্য একটি বিশেষ যাত্রা ‘গারভি গুজরাট’ শুরু করছে।এইআরসিটিসি পরিচালিত এই বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেন ২৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লির সফদরজং রেলওয়ে স্টেশন থেকে আট দিনের যাত্রায় ছাড়বে। থর্কটিদের সুবিধার্থে গুরুগ্রাম, রেওয়ারি, রিক্সাস, ফুলেরা এবং আজবাব রেলস্টেশনে ওড়া-নামার সুবিধা দেওয়া হয়েছে।অত্যাধুনিক ভাঙতে সৌরব ডিলাঞ্জ এন্সি ট্যুরিস্ট ট্রেনটি প্রথম এসি এবং সেকেন্ড এসি ক্লাস সহ মোট আট দিন পর্যন্ত চলবে। এই ট্যুরিস্ট ট্রেনটিতে ৪টি ফার্স্ট এসি কোচ, ২টি সেকেন্ড এসি কোচ, সংলাপ কি মাফ ভুলে যাবে?’ বিজেপি নিজেদের স্বার্থে সকলের বন্ধু সাজতে শুরু করেছে বলে মত কুণালের। বিজেপির সংখ্যালঘুদের কাছে টানা প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, ‘ বলুন - এমনআরসি, বিএএ হবে না। সেই বিবৃতি আগে দিন। যতক্ষণ না সেটি যোগ্যতা কলঙ্কো, ততক্ষণই মুখোশধারী মেকি দরদি সাজার নুনাডম বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।’ পাশাপাশি তৃণমূল যে কেবল সংখ্যালঘুদের ভোটে নয়, সকলের



একটি সুসজ্জিত প্যান্ট্রি, কার এবং দুটি বেলোয়েটোর্য রয়েছে।গুজরাটের প্রধান তীর্থস্থান এবং হেরিটেজ সাইটগুলি যেমন স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, চম্পানের, সোমনাথ, দ্বারকা, নাগেশ্বর, বেট দ্বারকা, আহমেদাবাদ, মোেরা এবং পাটন এই অনুষ্ঠানের প্রধান হাইলিটগুলি হবে। পর্যটকরা গুরুগ্রাম, রেওয়ারি, রিক্সাস, ফুলেরা এবং আজমের রেলওয়ে স্টেশনে এই ট্রেনে উঠতে ও নামতে পারবেন।

## ইমফল পূর্ব জেলাশাসকের নির্দেশে বাতিল ফ্যাশন প্যারেড ইভেন্ট

ইমফল, ৫ ফেব্রুয়ারি : আইনশৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির পরিস্থিতিতে পূ্ব ইমফল জেলাগুর্ভাও হাণ্ডা কাংজেইবুং ময়দানে অনুষ্ঠেয় ফ্যাশন প্যারেড ইভেন্টের জন্য জারিকৃত অনুমতি বাতিল করেছে জেলা প্রশাসন। ৫ ফেব্রুয়ারি এই ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল, এতে বলিউডের অভিনেত্রী সানি লিওনের অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের একদিন আগে গত শনিবার সকাল প্রায়৬ঃ০৬ মিনিট নাগাদ ফ্যাশন শো-স্থলে একটি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ সংঘটিত করেছিল। অস্ত্রাভ্যুতপরিচয় দৃকৃতীরা।জেলাশাসকের জারিকৃত বাতিলাদেশে বলা হয়েছে, ইমফল পূর্ব জেলার হাণ্ডা কাংজেইবুং ময়দানে অনুষ্ঠেয় ফ্যাশন প্যারেড ইভেন্টের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তা গত ৪ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত আইন-শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হয়েছে।

### আগরতলা রেলস্টেশনে শিশু-মহিলা সহ ৮ রোহিঙ্গা সমেত ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার

আগরতলা, ৫ ফেব্রুয়ারি : আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ১২ জন বিশেষি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে জিআরপিএফ/জিআরপি সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুই শিশুসন্তান সহ ছয়জন পুরুষ এবং ছয়জন মহিলা রয়েছে। তবে ৪২ জনের মধ্যে ৮ জন রোহিঙ্গা এবং ৪ জন বাংলাদেশি, বলেছে সূত্রটি।সূত্রটি আরও জানিয়েছে, গ্রেফতার বারোজনের মধ্যে এক রোহিঙ্গা-দালালও রয়েছে। বিদেশি নাগরিকদের দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে এই দালাল হায়দরাবাদ থেকে এখানে এসেছে। গ্রেফতারকৃতদের



বিরুদ্ধে বিদেশি আইনে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে, জানিয়েছে জিআরপিএফ -এর সূত্রটি।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৫ জানুয়ারি বাংলাদেশে সীমান্তবর্তী সিপাহিঞ্জলা জেলার কমলাসাগর বিধানসভার কেন্দ্রের মতিবনগর এলাকা থেকে ৬ রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরাও চাকরির জন্য হায়দরাবাদি দালালের হাত ধরে এসেছিল বলে জানা গিয়েছিল।

| পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| কলকাতা,৬ ফেব্রুয়ারিঃসোমবার, ২২মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৬ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, সৌরঃ২২ মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সান্ম, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২২ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২২ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত্, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা পূজার গত স্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত অস্তঃরাাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৪ঃ৫৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পূর্নবার্ষিকঃঃবিজজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩ঃ৩৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫৪ঃ১৩ থেকে - ০৭ঃ৫৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৬ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৬ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ৫ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত।কুলিক বেলোঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত।ভালোলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালোলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ০৮ঃ১৮ পর্যন্ত।কালারাত্রিঃ০৮ঃ৪৪ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদমঙ্গলঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২২৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবৃঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরহঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ১২৫ |
| আবহাওয়া                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| অংশত,সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৬.০৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৭.০৫ডিগ্রী সেলসিড্রেড ও (১) দিনের বেলায়। অপেক্ষিক আদ্রতা হবে ৮৯শতকরা এবং ৮৮শতকরা। বৃষ্টিহ্রদ রবিবার। জ্যোঃঃ মঙ্গল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাও-৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট।রাত-৭টা ২০ মিনিট।সূর্যুদয় হবে আজঃ ৬টা ১৬মিনিট এবং সূর্য অস্ত হবে আজকেঃ দিনেঃ ৫ টা -২৮মিনিটে মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| রাশিফল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>মেঘ রাশিঃ</b> অশুশ্রুতি আপনানার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটতে পারে কিন্তু আপনার কল্যাণে বন্ধু এর থেকে বেরনোর জন্য আপনাকে অসম্ভব সাহায্য করবে। <b>বৃষ রাশিঃ</b> স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যাী করে তুলবে। শুভদিন। <b>মিথুন রাশিঃ</b> বিশেষ যাত্রা শুভ। সন্তান হতে পারে। শুভ দিন হবে <b>কর্কট রাশিঃ</b> বিবাহের যোগ হতে পারে। আর্থিক সুযোগ আছে। <b>সিংহ রাশিঃ</b> আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। স্বাস্থ্য ভালো যাবে আক্ষ। <b>কন্যা রাশিঃ</b> নিজেকে অপ্রয়োজনীয় দোষাবোধ্য আপনার উদ্দীপনা কমিয়ে দিতে পারে। আপনি যে অর্থ দীর্ঘকাল থেকে সঞ্চয় করেছিলেন তা আজ কাজে লাগতে পারে।। বিদেশ যাত্রা শুভ <b>তুলা রাশিঃ</b> আপনি আপনার সমালোচনার অভ্যাসের জন্য সমালোচিত হবেন। অর্থ সঞ্চয়। <b>বৃশ্চিক রাশিঃ</b> কুতি আপনার মধ্যে লক্ষণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেবা ব্যবহার করুন। বিশেষ যাত্রা শুভ <b>ধনু রাশিঃ</b> আপনি আপনার দিনে যাত্রা এবং ধান দিয়ে শুকর করতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে <b>মকর রাশিঃ</b> আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। আর্থিক সংকেট হবে <b>কুন্ত রাশিঃ</b> আপনার শৈশব স্মৃতি আপনাকে জড়িয়ে রাখবে।শুভ <b>মীন রাশিঃ</b> আপনার কাঁখে অনেক কিছু নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য মনের স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আজ খুব সত্যক থাকে দরকার হবে না।আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। উপেক্ষা করুন। আপনার                                                                                |

## বঙ্গে ফের শীতের আমেজ শনিবারের তুলনায় রবিবার তাপমাত্রার পারদ সামান্য বেড়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ফিরে এসেছে শীত। শনিবারের তুলনায় রবিবার তাপমাত্রার পারদ সামান্য বেড়েছে। কলকাতা সহ জেলাগুলিতে সকালে খানিকটা শীতের আমেজ রয়েছে। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে কনকনে শীতের দেখা মেলার সম্ভাবনা খুবই কম। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশাপাশি কলকাতার আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বাধিক ৯২ শতাংশ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এই শীত খুবই সাময়িক। চড়তে থাকবে তাপমাত্রার পারদ। গত বৃহস্পতিবার থেকে বেশ ভালোবরকম ঠাণ্ডা অনভব করছে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে রাজ্যে প্রবেশ করছে পশ্চিমী ঠাণ্ডা হাওয়া। ফলে তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু কলকাতা নয়, জেলাগুলিতেও একই পরিস্থিতি দেখা যাবে। দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া আগামী তিনচার দিন শুষ্ক থাকবে বলে জানা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং জেলার দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৃষ্টি আগামী দুদিন দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে বলে জানা গেছে। সিকিম এবং দার্জিলিঙে রবিবার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। অন্যান্য জেলাগুলিতে আগামী পাঁচদিন পরিস্কার থাকবে আবহাওয়া। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

## বাসন্তীতে বিস্ফোরণকে ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল ফের প্রকাশ্যে

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৫ ফেব্রুয়ারি : শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার ভারতীর মোড় এলাকায় বোমা বর্ধিতে গিয়ে বোমা ফেটে বিস্ফোরণের ঘটনায় ফের প্রকাশ্যে চলে এল তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। এদিন বোমা বর্ধিতে গিয়ে বোমা ফেটে বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত হয় চারজন। যারা বোমা বর্ধিছিলো তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের অনুগামী দাবি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে পঞ্চায়েত প্রধান আজাদ কয়াল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এলো বাসন্তীতে। রবিবার বাসন্তীর কাঠালবেরিয়া এলাকায় যুব তৃণমূলের একটা সভা আছে, সেই সভা বাতাল করার জন্যই কার্যত বোমা বাধা হচ্ছিল বলে দাবি যুব তৃণমূল নেতাদের। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুজন প্রেফতার করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। বোমা বর্ধিতে গিয়েই বিস্ফোরণের জেরে গুরুতর জখম হয়েছেন চারজন দাবি পুলিশের। জখমরা সকলেই বোমা বর্ধিছিলেন বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিষ্কৃতি সামাল দেয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন দুপুর পৌনে একটা নাগাদ স্থানীয় মনিরুল খার বাড়িতে আচমকাই বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে চারপাশ। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে দেখেন এলাকার কয়েকজন মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছেন। এলাকাবাসীই প্রাথমিক ভাবে উদ্ধারের কাজে হাত লাগান। এরপরই ঘটনায় খবর পেয়ে বাসন্তী থানার আই সি দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার ও এসডিপিও ক্যানিং দিবাকর দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। আহতদেরকে উদ্ধার করে কলকাতার এম আর বান্দুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। পুলিশ জানিয়েছে আহতদের নাম রাকিবুল্লা, খালেক, মনসুর ও স্বপন। এই ঘটনার তদন্তে নেমে শনিবার রাতেই বাসন্তী থানার পুলিশ মনিরুল খাঁ ও আব্দুল মাজিদ খাঁ নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত দুজনকেই রবিবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে। তাদেরকে দশদিনের পুলিশ হেফাজতের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। ধৃতদের নিজেদের ফেফাজতে নিয়ে এ বিষয়ে আরও তদন্ত করতে চাইছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

## উত্তরপূর্ব রেলের খেলোয়াড়রা ক্রমাগত নতুন রেকর্ড গড়ছে

গৌরখপুর,৫ ফেব্রুয়ারি: উত্তরপূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের (নর্স) সভাপতি শ্রী যোগেশ মোহন এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব পঙ্কজ কুমার সিং-এর নেতৃত্বে এবং সহকারী ক্রীড়া আধিকারিক শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং-এর বিশেষ প্রচেষ্টায়, এর খেলোয়াড়েরা উত্তরপূর্ব রেল ক্রমাগত নতুন রেকর্ড গড়ছে। উত্তর পূর্ব রেলওয়ের কৃষ্টি খেলোয়াড় আশু ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগরেবে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব রাষ্ট্রিক সিরিজ ২০২২-২৩-এ ৬৭ কয়েক জিতেছে। প্রেক্ষা রোমান স্টাইলে ওজন তোলাগে ব্রোঞ্জ পদক দিতে দেশকে গর্বিত করেছেন।এর আগে, আশু সিনিয়র ওয়ার্ল্ড রেসলিং চ্যাম্পিয়নশিপ এবং সিনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপের মতো মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতি ইভেন্টে, সিনিয়র এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক সহ দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন। জানা গেছে, আশু উত্তরপূর্ব রেল টোলেট কোটার অধীনে ক্লার্ক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।উত্তরপূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী যোগেশ মোহন, সাধারণ সম্পাদক শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং এবং সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক কৃষ্টি কোচ শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং আশুকে এই কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন।

## রেলওয়ে বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে ই-আর মহিলা দল

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : রেলওয়ে স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ৬১ জনয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ইস্টার্ন রেলওয়ে ইনডোর স্টেডিয়াম, বেহালা এবং ইষ্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস একাডেমি কলেপ্পে, মাহেরাঘাটে মহিলাদের জন্য ৪৫তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করেছে। ফাইনালে ম্যাচটি আজ বেহালার ইমার ইনডোর স্টেডিয়ামে খেলা হয়েছিল, যেখানে ইস্টার্ন রেলওয়ে মহিলা দল দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ে দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে দক্ষিণ রেলওয়ে শ্রী তরুণ অরোরা, রেনোরেল ম্যানেজার, ইস্টার্ন রেলওয়ে বাস্কেটবল টর্নামেন্টে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে দলকে ট্রফি ও মেডেল বিতরণ করেন। ইস্টার্ন রেলওয়ে মহিলা দল টানা তিনবার অল ইন্ডিয়া বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে যার জন্য জেনারেল ম্যানেজার, ইস্টার্ন রেলওয়ে টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

### সুপার নগেন্দ্র ত্রিপাঠী ১-৭ পাতার পর

আমার স্বামী তৃণমূল করত। রাজনৈতিক কারনেই স্বামীকে খুন করেছে। রবিবার সকালে মাজ্জামে যান তৃণমূলের রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লক সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায়, হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। চন্দ্রনাথখাবু বলেন, প্রধান ভূঁই শেখরা এলাকায় ভালো কাজ করছে। মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে আছে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। মাজ্জামায় অশান্ত করতেই বিরোধীরা। এই কাজ করছে। এই এলাকার আগে বিধায়ক ছিলেন কংগ্রেসের মিল্টন রবিদ। তিন দিন কয়েক আগে মাজ্জামে উভেজনা মূলক বক্তব্য রেখে যায়। ওইদিন সুজাউদ্দিনরা বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করে। তারপর থেকেই খুবের পক্ষপন্থনা করছিল কংগ্রেস আশ্রিত দুকৃতীরা।এদিকে ঘটনার জেরে জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্র নাথ ত্রিপাঠিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাকে কম গুরুত্বপূর্ণ পদে রাজা পুলিশের ডিরেক্টর, ও এসডিতে বদলি করা হয়। নতুন পুলিশ সুপার করা হয়েছে জেলা মুখোপাধ্যায়কে। অবশ্য বদলির অর্ডারে ৪ জানুয়ারি দেখানো হয়েছে। জঙ্গা ছাডার আগে এদিন বিকেলে মাজ্জামে যান নগেন্দ্র নাথ ত্রিপাঠী। তিনি বলেন, একটি গণভোগালের মীমাংসার জন্য ওদের দুজনেই ডাকা হয়। তারা মোটর বাইকেলে দৌঁড়ায় হাকিমের বাড়িগু তদ্বকে সর্বর্থন করেছেন পূজসুপার। তিনি বলেন, যেহেতু ঝাড়খণ্ড বর্ভার খুব কাছে। ফলে সেখান থেকে দুষ্কৃতী এসেও মুন করতে পারে। আমরা সমস্ত ঘনিদা তদন্ত করে দেখব।

## আবার সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে আহত একজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে কলকাতার হাসপাতালে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ৫ ফেব্রুয়ারি : সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত্যু মিছিল অম্ব্যতত। আবারো বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত মৈপ্টি কৌস্টাল থানার নগেনাবাদ এলাকার সঞ্জয় চক্রবর্তী নামে এক মৎস্যজীবিস্থানীয় সূত্রে জানা গেল,গত ৩রা ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালে পূর্ণ দাস তাঁর নৌকা নিয়ে পশুপতি সরদার, সমর হালদার, সঞ্জয় চক্রবর্তী চার বন্ধু মিলে সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যায়। শনিবার বিকালে নৌকায় বসে কাঁকড়া ধরার চার তৈরি করার মুহূর্তে জঙ্গল থেকে লাফিয়ে নৌকার উপরে সঞ্জয় চক্রবর্তীর ঘাড়ে উপর একটি বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড় দেয়। পাশে থাকা পূর্ণ দাস, পশুপতি সরদার,সমর হালদার বাঘের সঙ্গে অসীম সাহসিকতায় যুদ্ধ করে সঞ্জয় চক্রবর্তীকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে এ দিন ভাঙের। মৈপ্টি কৌস্টাল এলাকার এক চিকিৎসকের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার পর নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা পি জি হাসপাতালে। এই মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ঐ আহত মৎস্যজীবী। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী তিনি।এক ছেলে এক মেয়ে। দুজনেই খুব ছোট্ট ক্লাস

## ‘আসলে সব একটার পর একটা ঘোমটা খুলে গেছে। তাই এখন নতুন তাস দিতে হবে’

### অভিষেকের কেশপুরের মন্তব্যের পাল্টা বললেন বামনেন্দ্রী মীনাক্ষী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ ফেব্রুয়ারি : ‘আসলে সব একটার পর একটা ঘোমটা খুলে গেছে। তাই এখন নতুন তাস দিতে হবে।’ অভিষেকের কেশপুরের মন্তব্যের পাল্টা এবার বামনেন্দ্রী মীনাক্ষী’র গলায়। ‘সিপিএম, বিজেপি’কে বলব গলাগলি না করে একা লড়ুন।’ শনিবার কেশপুরে অভিষেকের ওই মন্তব্য প্রসঙ্গে রবিবার হাওড়ায় এসে এর কড়া জবাব দেন বামনেন্দ্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, ‘ওনাকে ( অভিষেক ) বলতে দিন। চিরকালই উনি ওটা করেন। আসলে সব একটার পর একটা ঘোমটা খুলে গেছে। তাই এখন নতুন তাস দিতে হবে। আগে যত যত চুরি করেছে যা না দ্বীর্ঘতিত হয়েছে সেই চুরি দ্বীর্ঘতিত থেকে নিজেরের নামওলা পরিস্কার করার ব্যবস্থা করুক।’ অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে মীনাক্ষী আরও বলেন, ‘শুধু বীরভূম কেন গোটা রাজ্য জুড়েই এখন বোমা, গুলি, বারুদ। রোজ গুলে দেখুন, গত ’২২এর জুলাই থেকে শুরু হয়েছে। একটা সপ্তাহ বাদ নেই গোটা রাজ্যের কোনও না কোনও প্রান্ত বোমা, গুলি, বারুদের স্থপ্তে পরিণত হচ্ছে। কেউ কি প্রেফতার হয়েছেন ? তাদেরকে কি নেই কাজ দীর্ঘদিন ধরেই হয়ে তলব করেছেন ? রাজ্যের পুলিশ

## আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৬৭ সংখ্যা, সোমবার, ২২ মাঘ, ১৪২৯

## শিওরে চিনা ড্রাগন

করোনায আক্রান্ত চিনা ড্রাগন ভারতের দিকে তাক করে ফাঁস করতে ছাড়ছে না। তারা এবার সীমান্ত খুলে দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। সীমান্ত বন্ধ করে রাখায় সীমান্ত ব্যবসা হচ্ছিল না। তার ওপরে চিনা নাগরিকেরা বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিয়েছে সরকারের সঙ্গে। কোনও সীমান্ত দিয়ে কোনও পণ্য চিন দেশে প্রবেশ করছে না। ফলে চিন দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব দেখা দিয়েছে। চিন করোনা সংক্রমণ থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাইওয়ানে আকাশ পথে যুদ্ধ বিমানের মহড়া শুরু করে দিয়েছিল। চিন থেকে বলা হয়েছে তাইওয়ান তাদেরই অংশ। সেই কারণে তাইওয়ান আক্রমণ করাদ্দর কথা ভাবছে না। তারা এখন ভারত এই ব্যাপারের দিকে নজর রাখতে শুরু করেছে। কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধি মনে করছেন, চিন এবং পাকিস্তান এক সঙ্গে ভারত আক্রমণ করতে পারে। পাকিস্তানের আক্রমণ করার মতো আর্থিক জোর নেই। ভারত যদি কাশ্মীর নীতিকে পাকিস্তানের বিপক্ষে না নিয়ে যায় তাহলে ভারতের বিপদ বৃদ্ধি হতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা তা বেবেই রেখেছেন। ভারত এ ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাশিয়া এবং আমেরিকার সঙ্গে ভারত সখ্যতা রাখার চেষ্টা করেছে। এদিকে ভারত এবারে জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি। ফলে ভারতের ওপরে দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট এদিকে ভারতের ওপরে চাপ দিতে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতই পারবে রাশিয়াকে থামাতে। বিশ্বের আর কোনও শক্তি নেই যে পুতিনকে বোঝাতে পারে। কিন্তু ভারতের কথা পুতিন কতখানি গুরুত্ব দেবে তা ভেবে দেখতে শুরু করে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। ভারত বলেছে মুখে বলা এক আর কাজে পরিণত করাটা আর একটি ব্যাপার। কঠিন ব্যাপার। কারণ পুতিন এখন কারোর কথাকে বেশি পছন্দ করছেন না। তিনি পোপের সঙ্গে কথা করেননি। তিনি মনে করেন পোপ ইউরোপ এবং আমেরিকার দূত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আসছেন। সেই কারণে তিনি পোপকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন দশটি শাস্তি সূত্র বের করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা, জ্বালানি ও খাদ্যের নিরাপত্তা, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি, ভৌগলিক অখণ্ডতাকে মান্যতা দেওয়া, ইউক্রেনের জমি থেকে রুশ বাহিনী প্রত্যাহার করা, সীমান্ত খুলে দেওয়া ইত্যাদি। যুদ্ধ থামাতে ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করছেন তিনি। তবে ভারত এ ব্যাপারে কোনও মত প্রকাশ করেনি। কূটনৈতিক মহল থেকে বলা হয়েছে যে প্রতিটি বিষয় অতি স্পর্শকাতর এবং জটিল। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব রয়েছে। কিন্তু তা বলে পুতিন ভারতের কথা মেনে নেবে এটা বলা যায় না। এদিকে রাশিয়া আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে না। ভারতের ওপরে রাশিয়া বেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ভারতের শিল্পগুলি চলছে কাশ্মীর দেশের অধিকাংশ উৎপাদনের ওপরে। আর্থিক দিক দিয়ে রাশিয়াও লাভবান হচ্ছে। জেলেনস্কি যেসব প্রস্তাব দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে পুতিনকে রাজি করানো একেবারে খুবই কঠিন। পুতিন যে সোজা মানুষ নন সেটা পরিস্কার। পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন খুব বুধে শুনে। ফলে ভারতের কথা মেনে পুতিন চলবেন না এটা পরিস্কার। এদিকে চিন এই পরিস্থিতির দিকে তাক করে কঁপেঁস করছে। আবার দেশর হয়েছে উত্তর কোরিয়ার কিস। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পোপ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কোনও কথা হয়নি। ভবিষ্যতে হবে কিনা তারা বলা যাচ্ছে না। রাশিয়ার এবং আমেরিকা শান্তি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেই তবে যুদ্ধ থামা সম্ভব। তারা কথা কেউই শুনতে চাইছে না। করোনা চিনে পড়ে বিস্তার করার কথা প্রতিকার নাটকীয় ছিল। অফ্রিকার দেশগুলি এখন খাদ্য সংগ্রহ করতে হিমশিম খাচ্ছে। ইউক্রেন থেকে গম আসা বন্ধ হয়েছে। তার ফলে বহু মানুষ অভুক্ত থাকছে। এমনকী ইউক্রেন নাগরিকেরাও ঠিক মতো খেতে পড়তে পারছেন না। ভয়াবহ অবস্থা। চিন দেশে আবার কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করেছে। চিন দেশ থেকেই করোনা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটা প্রমানিত। চিনও এখন আর অস্বীকার করতে পারছে না। আবার চিনা ড্রাগন ফাঁস করতে ছাড়ছে না। তারা আর্থিক দিক দিয়ে সঙ্কটজনক মোচন করার জন্য যেসব শব্দ খণ নিয়ে ছিল চিনের কাছ থেকে তাদের কাছ থেকে চাপ দিয়ে টাকত্রা আদায় করছে। ফলে সেই সব দেশের অবস্থা খুবই জটিল। অতীতের চিনে যে আর্থিক উন্নতি হয়েছিল সেই অবস্থা ক্রমশ সরে গিয়েছে। যুদ্ধান্ত্র তৈরি করাই এর প্রধান কারণ। চিনা পণ্যের বাজার নেই। সম্ভার চিনা পণ্য কেউ কিনতে রাজি হচ্ছে না। চিনা পণ্যকে বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছে জনগণই। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে চিনা পণ্যের কোনও গ্যারান্টি নেই। তার ফলে বাজার ধরতে রাখতে পারছে না।। জাপান সেই সব বাজার গ্রহণ করেছে। এমনকী ভারতও বেশ পছন্ট কাবার ধরতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের দেশগুলিতে কোরিয়া ভালো বাজার করতে শুরু করে দিয়েছে। সিঙ্গাপুরও ভালো বাজার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে চিনা আর্থিক অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে। এদিকে তাইওয়ানের আকাশ পথে চিনা যুদ্ধ বিমান মহড়া দেওয়াতে তাইওয়ান চিন সরকারকে সতর্ক বার্তা দিয়েছে।



**অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কৃশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি শালীনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ করা। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও না হয়োনা, আর অপরকেও ঠিকও না থাকে।**

**রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত**

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারণ করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেতা অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজীবী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবান পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শিত্ব হতে হবে।

## “এ নেশন ইন মেকিং”-রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দর্শন শাস্ত্র

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যাঁরা সংবিধান স্বাধীনতা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য উদ্যীব হয়ে রয়েছেন তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বইটি উৎসর্গ করেছেন-‘এ নেশন ইন মেকিং’। বইটি তাঁর আত্মজীবনী হলেও এটি একটি ইতিহাসের দলিল হয়ে গিয়েছে। কীভাবে ভারত রাষ্ট্র তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে তার বিবরণ পাওয়া যাবে এই বইটি পাঠ করলে। ভারতকে রাষ্ট্রে পরিণত করতে গেলে কী কী দরকার তারও ব্যাখ্যা রয়েছে। রয়েছে রাষ্ট্রগুরুর কর্মধারা। রাষ্ট্রগুরু বারবার ভারতকে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন শিক্ষা গ্রহণ দিয়ে তারই বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আমরা অবাধ হয়ে যাই যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করার ক্ষেত্রে বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বইটি এক সযে বই বাজারে দুল্ভ হয়ে গিয়েছিল। পাওয়াই যাচ্ছিল না। অথচ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল দলিল হল এই বইটি। এই অমূল্য বইটি প্রকাশ করলো ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। আর্থিক কষ্টা থাকলেও বইটি প্রকাশ করে গবেষকদের এবং স্বাধীনতাকামী মানুষদের বহু উপকার করা হয়েছে এটা বলতেই হবে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্বেই তিনি বইটি সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। I have for some time been thinking of writing the Reminiscences of my life. I have been encouraged in the idea by the some of my friends, who think (and I share their view) that they may throw light on some of the most interesting capters in our currents history and help to elucidate them from the Indian standpoint. I belong to a generation that is fast passing away; and I have been in close touch, and I may add in active asso-

ciaion with some of its most illustrious men, devoted workers in the public cause, who by their labours have largely contributed to our own Province and foster the beginnings of the real national life throughout the country’ বইটি ব্যাখ্যা এবং বিশেষণ করেছেন মাত্র কয়েকটি কথায়। কেন তিনি এই ধরনের বই লিখ তে গেলেন তার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখ তে পেয়েছিলেন ভারতের নাগরিকেরা স্বাধীনতা নিয়ে চিৎকার করছে বটে। কিন্তু তাদের তখনও স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনও ধারণা তৈরি হয়নি। সেই কারণে তিনি চিন্তা করলেন এমন একটি বই রচনা করবেন যা স্বাধীনতা কামী মানুষদের কাছে হাতিয়ার হয়ে থাকবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাস যেমন হাতিয়ার হয়ে উঠল বিশ্ববীদের কাছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল কুমার রায় বইটির ভূমিকাতে লিখেছেন, He was the father of Indian Nationalism, founder of the Indian Association and twice President of the National Congress. He travelled to differen parts of India to campaign for national unity and freedom of country. He, along with others, organized protests against the oppressive acts and policies of the British governments. ।

তারপরে বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র দোলই। তিনি লিখেছেন, ‘A Nation in Making’ is a valuable social, political and historical pholosophy, prior to the formation of the Indian National Congress and afterwards ‘in building up a democratic representative Government through Parliament sovereignty in free India’. It is moving history of stirring times in our national life based

on experiences, intelligence and introspective outlooks under the f o r i e n g administration.”। এই বইটি সামাজিক, রাজনৈতিক, ইতিহাস, দর্শন, কংগ্রেসের সঠন প্রস্তুতি, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত নির্মাণ করার ভিত তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তা এই বইটি পড়লে বুঝতে পারা



যাবে। তখন ভারতের কোনও কিছুই ছিল না। স্বাধীন ভারত তৈরি করার পর কেমন হবে সেই ভারত তার একটি পূর্ব রেখা। তৈরি করে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র দোলই যেভাবে বিস্তারিত করে বইটির বর্ণনা দিয়েছিলেন গুরুত্বই তাতেই বইটি সম্পূর্ণ পাঠ হয়ে যায়। তবে সেটা খুবই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। বিস্তারিত ভাবে আলোচনা তিনি করেন নি। তবে বক্ষিপ্ত আলোচনা কলরেই মূল বক্তব্যকে বিস্তারিত ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। প্রায় ১৬ পাতা ধরে পুরো বইটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা করেছেন তিনি। এটা বলতে গেলে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপরে গবেষণা করতে ইচ্ছুক তাদের কাছে বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। এই বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পাঠ্য হওয়া উচিত।

সুরেন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আনন্দ মোহন বসুর দেখা হয়েছিল বিলাতে ১৮৭১ সালে। সেখানে গিয়ে দুই বছর ইতালির কীভাবে এক্যবদ্ধ হয়ে ছিল জোসেফ ম্যাজিনির নেতৃত্বে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতেন পড়াশুনার ফাঁকে। ১৮৭৫ সলে বিলাত থেকে ফিরে তৈরি করলেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ২৬ জুলাই ১৮৭৬ সালে কলকাতার দেড়শো বছর যে চিন্তা করে দিয়েছিলেন সেটাই আজকে রাষ্ট্র স্তরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে না পারলে কিন্তু ভারত আবার বিদেশি শক্তির দ্বারা পদানত হয়ে বেশি সময় নেবে না। সেই কারণে এখনই উচিত কাজ হচ্ছে প্রতিটি রাজ্যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র ভারতবাসীকে এক করা এবং জাতীয় জাগরণ মঞ্চ তৈরি করা। ১৮৯০ সুরেন্দ্ৰ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিধ্বনি হয়ে বিলাত সফরে গেলেন। ১৯০৯ সালে তিনি বিলাতের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই সময়ে সুরেন্দ্ৰ নাথ সম্পর্কে বিলাতের পণ্ডিত হিউম তাঁর একটি প্রকাশিত প্রবন্ধে “জ্ঞহুস্থথ ১৮৯৩” লিখছেন, “Inida, 1893৩৬।œ...ôisÉ–ôôMr. Surendranath , the greatest of our Indian orators, was many years ago recognized by his tutors in Eng-land”। ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হল। সেই সময়ে হিন্দু মুসলমান রাথি বন্ধন এবং অরন্ধন পালন করে বঙ্গভঙ্গ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সক্রিয় রাখতে একটি ভবন তৈরি করার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সবাই এগিয়ে এলেন। তারাকনাথ পালিত, ভগ্নিনী নিবেদিতা বাদ গেলেন না। তারা সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। সমবেতভাবে সবাই ‘বন্দেমাতরম’ গান গেয়ে রাথি বন্ধন করলেন। আনন্দমোহন বোস খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি অসুস্থ থাকলেও ডাক্তারদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে ফেডারেশন হলে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। গুরুদ্বাস বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রেখে ছিলেন।

ফেডারেশন হলের ভিত্তি প্রস্তরকালে প্রোক্ত্রােশন পাঠ করেছিলেন ইংরেজিতে

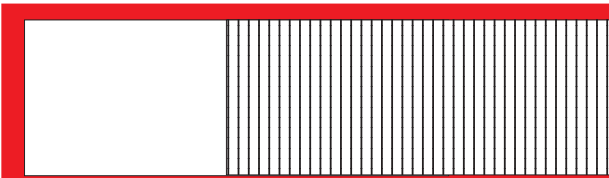
### বেলুন ধ্বংসের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চটেছে চীন

উত্তর আমেরিকার আকাশসীমায় দেখা গিয়েছিল চিনা নজরদারি বেলুন। শনাক্ত হওয়া সন্দেহজনক চীনা ‘নজরদারি বেলুন’ ধ্বংস করেছিল আমেরিকার সেনারা। আর তার পর থেকেই করায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেছে বৈজিং। চীনের বিদেশ মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র এ ঘটনায় মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব লঙ্ঘন করেছে তারা। গত কয়েক দিন ধরে উত্তর আমেরিকার আকাশে উড়ছিল চিনের বেলুন। পেট্টাগানের অভিযোগ ছিল, আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি, অস্ত্রের উপর নজরদারি চালাচ্ছে বৈজিং। যদিও সেই দাবি নস্যাং করে চিন দাবি করে, নজরদারি নয়, আবহাওয়া ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বেলুন ওড়ানো হয়েছিল। হাওয়ার গতিস সঙ্গে পথ পরিবর্তন করে আমেরিকার আকাশে ঢুক পড়ে বেলুনাট। এর জন্য চিনের তরফে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয়। ভবিষ্যতে যাতে এধরনের ঘটনা না ঘটে তার পক্ষে নজর রাখা হবে। কিন্তু চিনের বিবৃতিতে যে চিড়ে ভেজেনি তা স্পষ্ট হয়ে গেল রবিবার সকালে হতেই। মার্কিন দক্ষিণ ২২ বিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে চিনা বেলুনটিকে নষ্ট করা হয়। দক্ষিণ ক্যারোলিনা উপকূলের কাছে আটলান্টিক সমুদ্রে পড়ে যায় বেলুনাট। পেট্টাগান সূত্রে খবর, সমুদ্রের খুব গভীর পড়েনি বেলুনাট। সেটিকে উদ্ধার করার কাজ চলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল বেলুন ফটোনাট ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তাঁরা বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। এই মিশন শেষ হতেই আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব লয়েড অস্টিন বলেন, চিন আমাদের সার্বভৌমত্ব নষ্টের চেষ্টা করেছে। তাই আমাদের পদক্ষেপ আইনসম্মত। সেই যুক্তি অবশ্য মানতে চায়নি চিন। এদিন চিনের বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, অসামরিক এয়ারক্রাফটকে গুলি করে নামানো নিসন্দেগে বাড়াবাড়ি। আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে আমেরিকা। এদিকে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মার্কিন বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিন্কেনের হিন্দু সফর বাতিল করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, বেলুনাট তাদের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় নজরদারি করছিল। বেলুনটিকে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন ও বৈইজিংয়ের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এমন অবস্থায় মার্কিন প্রতিরক্ষা পত্রে পেট্টাগান বলেছে, শনিবার এফ-২২ যুদ্ধবিমান থেকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে বেলুনাট ধ্বংস করেছে তারা। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এ অভিযানকে ‘ইচ্ছাকৃত কর্মকাণ্ড’ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অগ্রহণযোগ্য লঙ্ঘন করেছে চীন। আর এর জবাবেই অভিযানটি চালানো হয়েছে। রবিবার বৈইজিংয়ের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, চালকবিহীন বেসামরিক আকাশযানটিতে হামলায় যুক্তরাষ্ট্র যে শক্তি ব্যবহার করেছে, তা নিয়ে চীন তীব্র আশঙ্কায় ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। প্রতিবাদে এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গত বৃহস্পতিবার মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে বিশাল একটি নজরদারি বেলুন শনাক্ত করেছেন। এ নিয়ে চীন শুরুর্তে সংশয় প্রকাশ করলেও পরে স্বীকার করে বেলুনাট তাদেরই। বৈইজিংয়ের দাবি, বেলুনাট গোয়েন্দা বেলুন নয়, এটি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী বেলুন। যুক্তরাষ্ট্র চীন ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে গত শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিন্কেন বৈইজিংয়ের বিরুদ্ধে সফর বাতিল করেছেন। রবিবার চীনের বিদেশ মন্ত্রণালয় বলেছে, শান্ত, পেশাদার ও সংঘাত হয়ে যথাযথভাবে পরিস্থিতি সামলানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অনুোধ করেছিল তারা।

## হারিয়ে যাওয়া ছোট বেলার বিয়েবাড়ি

সম্রুত দত্ত আমাদের ছোট বেলার বিয়েবাড়ি গুলো কেমন যেন আশ্চর্য ভাবে পাষ্টে সেলা শুধু পাষ্টেই গেল না, বড়ো ক্রততার সঙ্গে পাষ্টে গেছে। আগে অঞ্চলের কোন পরিবারের যুবক বা যুবতীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলেই গোটা পড়ার মানুষদের যেন একটা অলিখিত দায়িত্ব জন্মে যেতা এমনকি বিয়ের পাকা কথা চলাকালীনও প্রতিবেশী কোন বান্ধব মানুষকে অবশ্যই সঙ্গে রাখা হতো। এটাই ছিল সে সময়ের দস্তুর। প্রতিবেশী বান্ধবরা ছিল অঞ্চলের এক অভিজাবক। বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকেই শুরু হত প্যান্ডেল বাঁধার কাজ। আর ঐ প্যান্ডালের বাঁশ ধরে ঝুলে নানাভাবে খেলা ও লেল খাওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের ছোটদের বিয়েবাড়ির আনন্দ শুরু হতো। এরপর আসত ঠেলা গাড়ি ভর্তি বিভিন্ন রঙের কাপড়ের গাউটি, সঙ্গে ভাজ করা কাঠের চেয়ার আর লম্বা কাঠের টেবিল। তার পিছন পিছন আসত রান্নাবান্নার সরঞ্জাম। শীলনোড়া, হামালদিত্তা, বেশ বড় আকারের অন্তত দুটো বাটি আর কয়েকটা জলের চিনের ড্রাম তার মধ্যে অবশ্যই থাকত। পাড়ার মেয়েদের বিয়ে মানে পাড়ার যুবকদের বিশেষ দায়িত্ব। ঠিক যেন নিজের বোনের বিয়ে। আর সেটাই তো ছিল সেকালের চিত্রাধারা। এখনকার মতো পারের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরদে প্রেম বা ভালোবাসার সম্পর্ক বিশেষ তৈরি হতো না। সোজা কথা পাড়ার মেয়ে হল বোনের সমান। কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা অবশ্যই ছিল। আত্মীয় পরিজনরা বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই বিয়েবাড়ি চলে আসত। বিয়েবাড়ির আত্মীয় পরিজনদেরের সঙ্গে আশেপাশের পরিবারগুলোর একটি সমগ্র সম্পর্কের পারিবারিক সব মিলেমিশে একাকার হতে যেতা বাড়িতে সব আত্মীয় থাকজনেরদের রাতে ঘুমানোর জায়গা না থাকলেও পুছ হওয়া নেই। আশেপাশের বাড়ী তো আছেই। সেই সময়ের মানুষদের একটি আলাদা আবেগ ছিল। পাড়ার মেয়ের বিয়েতে কোন অপমান জনক পরিস্থিতি তৈরি হওয়া মানেই গোটা অঞ্চলের অপমান। সুতরাং সবকিছু এ বিয়ের কাজে ঝাঁপিয়ে পরতে হবে। পাশের বাড়ির জেঠিমা , কাকিমা সমেত বান্ধা মহিলাদেরে অলিখিত দায়িত্ব ছিল, বিয়ের আচার ও নিয়মাবলী নিষ্ঠার সঙ্গে পাত্র-পাত্রীকে পালন করানো। তাদের কথা, নিয়মে যেন কোন কমতি না থাকে। বিয়ে মানেই এক পবিত্র বন্ধন। কাজেই বিয়ের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান শুচিতার সঙ্গে পালন করতে হবে। পাড়ার মেয়ে কন্যাসমা। সুতরাং তাঁর বিয়ের মঙ্গল কামনা ছিল এক সমবেত প্রার্থণা। আজ বিয়ের দিনের কথা ভালো অবাক হতে হয়। বাড়িতেই মমরা এসে মিষ্ট বানাতা পাড়ার ছেলেরদের মধ্যে একটু দায়িত্ববান কেউ ভোর রাতে বাজার থেকে মাছ কিনে এবং মাংস ঠিক মতো কাটিয়ে নিয়ে আসত। বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় বিয়েবাড়ির লোকদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরা দলেরেই হেঁটে করে কাঁচ বাজার করা ছিল এক মস্ত আশ্চর্যের বিষয়। রান্না ঘরে সারাদিন পাড়ার একজন বান্ধব মানুষ উপস্থিত থেকে পাহারাদারের কাজ করত। রান্নার ঠাকুর ও তার সহযোগীদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা জিনিসের যেন অপচয় না হয় সেটা যেনা ছিল তাঁর প্রধান কর্তব্য। অনেক হতে না হতেই পাণ্ডালে খাবার পরিবেশনের জন্য কাঠের চেয়ার ও লম্বা টেবিল বিছানো হয়ে যেতা। টেবিলে হালকা জল ছিটিয়ে কাগজের রোল থেকে সস্তার কাজ পেতে চলত খাবার পরিবেশনের চুস্তান্ত প্রস্তুতি। তখনকার দিনে পাড়ার দাদারা কোমড়ে গামছা বেঁধে পরিবেশন পর্ব নিজেদের কাঁখে তুলে নিতে একটা গর্ব অনুভব করতে দেখছি। আমাদের ছোটদের কাজ ছিল সুন্দর ভাবে কলাপাতা টেবিলে পেতে ঐ পাতার একটা কোনার নুন ও পাতিলেবুর টুকরো সাজিয়ে রাখা। আর জলের জগ নিয়ে মাটির ভরে জলে ভর্তি করে রাখা। এখন এখনকার মতো বিদেশি খাবার পাতে উত্ত না থাকে। ভালো চালের ভাত , মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল সঙ্গে বোঁটা সমেত লম্বা বেগুন পাতে পরতেই





## অতিরিক্ত ওজনে গর্ভধারণ



**দুরন্ত বার্তা** ঃ অতিরিক্ত ওজন গর্ভধারণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অন্তরাণ্য। এতে সন্তান না হওয়া কিংবা গর্ভধারণ বিলম্ব হতে পারে। এ ছাড়া গর্ভপাতসহ নানা জটিলতায় মা ও শিশুর জীবন বিপন্নও হতে পারে। তা ছাড়া একজন স্বাভাবিক ওজনের সুস্থ নারীর গর্ভধারণের চেয়ে একজন স্থূলকায় নারীর গর্ভধারণ বেশ কষ্টকর।

**চাই আদর্শ ওজন ও ফিটনেস** ঃ গর্ভধারণের জন্য একজন নারীর আদর্শ ওজন ও ফিটনেস ধরে রাখা জরুরি। এ জন্য বডিমাস ইনডেক্স বা বিএমআই হতে হবে ১৮.৫-২৪.৯ কেজি/ মিটার স্কয়ারের মধ্যে। এর বেশি হলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমতে থাকে। অতিরিক্ত ওজনের কারণে হরমোনাল ইমব্যালান্স হতে পারে এবং গুণ্যলেশ্যনের (ভিটালগু) পরিপক্ব হয়ে ভিটামশয থেকে ভিটাম্গু বের হওয়া) সমস্যা হয়, যা পিরিয়ডকে অনিয়মিত করে গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

নারীদেহে রজজক্র নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণ খুব জরুরি। এই ইস্ট্রোজেন সাধারণত ওভারিতে তৈরি হয়। কিন্তু ৩০ ভাগের বেশি ইস্ট্রোজেন সাধারণত দেহের ফ্যাট সেল থেকে উৎপন্ন হয়। কোনো গর্ভবতীর ওজন যদি আদর্শ হয় এবং শরীরে ১৭-২২ ভাগ চর্বি থাকে, তবে ইস্ট্রোজেন হরমোন সঠিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্থূলকায় হলে অতিরিক্ত ফ্যাট সেল থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় ইস্ট্রোজেন নির্গত হওয়ার কারণে টিকমতো ওভুলেশ্যন হয় না। এতে অনিয়মিত রজজক্র হয়, যাতে গর্ভধারণে সমস্যা হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, ওজনাধিক্য গর্ভধারণের সম্ভাবনাকে হ্রাস করার পাশাপাশি সন্তান জন্মানোর সময় প্রতিকূল অবস্থার তৈরি করতে পারে। আর এই অবস্থা হলে মা এবং নবজাতক উভয়ের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

**করণীয়** ঃ-
-সঠিক ডায়েট প্ল্যান মেনে চলুন। স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করুন।
-নিয়মিত শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করুন ও আত্মবিশ্বাসী হোন।
-গর্ভবতী মায়ের প্রতি পরিবারের অন্য সদস্যরা বিশেষ সহযোগিতা করুন।
-শুধু বিএমআই সঠিক থাকলেই হবে না, ফিটনেসের সূচক ওয়েস্ট হিপ রেশিও (ডব্লিউএইচআর) ঠিক থাকতে হবে। আদর্শ রেশিও হলো ০.৬৭-০.৮ পর্যন্ত।

-গর্ভধারণের আগেই অতিরিক্ত ওজন ঝেড়ে ফেলুন। বিএমআই, ওয়েস্ট হিপ রেশিও স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে আনুন।

একজন সুস্থ মা-ই পারে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে। প্রয়োজনে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিন।

## ফুসফুস ক্যান্সারের চিকিৎসা



**দুরন্ত বার্তা** ঃ ক্যান্সার শব্দটি আমাদের সকলের নিকট একটি ভীতিকর শব্দ। এটি মানব দেহের একটি মারাত্মক ও জটিল ব্যাধি। ক্যান্সারের কারণে মানুষের দেহের কোষগুলো অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং অকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। মরণঘাতক হিসেবে এইচস এর পরেই ক্যান্সারের অবস্থান। আর ফুসফুসে ক্যান্সার হচ্ছে একটি ভয়াবহ ব্যাধি। প্রতি বছর বিশ্বের অসংখ্য মানুষ এই ব্যাধিটিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এই ব্যাধিটিতে সাধারণত মহিলাদের চেয়ে পুরুষরাই বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ফুসফুস বা লাংস ক্যান্সারের ভয়াবহতার প্রধান কারণ হচ্ছে এই রোগটি সম্পূর্ণ নিরাময় ব্যাপার কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। এটি কোন জীবাণু ঘটিত রোগ নয়। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের পক্ষে এর প্রতিরোধক আবিষ্কার করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়েছে। তবে ফুসফুসের ক্যান্সার বর্তমানে কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি অভাবনীয় কার্যকরী ফল দিচ্ছে। চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিটি সম্পূর্ণ প্রতিকারের জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফুফুসে ক্যান্সারের একটি অন্যতম কারণ হল ধূমপান। যে সকল ব্যক্তির ধূমপায়ী তারাি প্রধানত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন বেশি। ধূমপান হল ফুসফুসের ক্যান্সারের সবচেয়ে বড় শত্রু। ধূমপান ছাড়াও শিল্প কলকারখানার নির্গত ধোঁয়া এবং গাড়ির কালো ধোঁয়া ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ফুসফুসের সংক্রমন জন্মিত রোগে যেমন- বন্ধা ও নিউমোনিয়া ভাল হওয়ার পরও ফুসফুসের আক্রান্ত স্থানে ক্যান্সার হতে পারে। নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থ-ক্রিয়াম্য, ক্যাডমিয়াম, এসবেস্টস ইত্যাদির সংস্পর্শে যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘদিন কাজ করে তাদের ক্ষেত্রেও ফুসফুসের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে। ফুসফুসের ক্যান্সার রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ সকল রোগীর ক্ষেত্রে একই রকম হয় না। কারও কাশি, শ্বাসকষ্ট, সাথে বৃকে ব্যথাও হয়ে থাকে। এ সকল লক্ষণ দেখা দেয় যদি রোগীর টিউমার ফুসফুসের বাহির পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আর যাদের টিউমার ফুসফুসের ভিতরে বৃদ্ধি পায় তাদের কাশির সাথে রক্ত যায় এবং পুঁজ জাতীয় কাশি হয়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এছাড়াও আরও যেসকল উপসর্গ রয়েছে-চোখে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। হাতের নিচে বগলে, ঘাড়ে চাকার মত হতে পারে। গলার স্বরের পরিবর্তন হতে পারে। খাবার খাওয়ার সময় গলায় আটকে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়। ওজন হ্রাস পেতে পারে। খাবারে অনীহা, রক্ত স্রাবার এবং রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রস্রাবের সাথে প্রোটিন নির্গত হতে পারে। স্বর অনুভব হতে পারে। আঙ্গুলের ডগা স্ফীত হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি। চিকিৎসকগণ তাদের চিকিৎসার সুবিধার্থে এই ব্যাধিটিকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করেছে। ননস্থল সেল কারসিনোমা এবং স্থলসেল কারসিনোমা। নন স্থলসেল কারসিনোমা রোগীর দেহে অনেক দিন ধরে বর্শবিস্তার করে। বর্তমানে এর চিকিৎসার জন্য ট্রেমোটিয়ার নামক ওষুধটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া প্রথম অবস্থায় এই ব্যাধিটি ধরা পড়লে অপারেশনের সাহায্যে রোগীকে রোগ থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসায় কেমোথেরাপি ও বিকিরণ এবং রেডিওথেরাপি পদ্ধতি কার্যকরী হলেও ট্রেমোটিয়ার নামক ওষুধটি হচ্ছে এর যুগোপযোগী ওষুধ, কারণ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম। স্থলসেল কারসিনোমার চিকিৎসা সাধারণত ননস্থলসেল কারসিনোমার চেয়ে কম ব্যবহব্ধ। স্থলসেলের ক্ষেত্রে ব্যাধিটি খুব দ্রুত দেহে ছড়িয়ে পড়ে। স্থলসেলের চিকিৎসা কেমোথেরাপির সাহায্যে হলেও এর একটি আধুনিক ও কার্যকরী ওষুধ বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্যাম্পটো নামক ওষুধটি স্থলসেল কারসিনোমার ক্ষেত্রে খুবই ভাল একটি ওষুধ। ফুসফুসের ক্যান্সার একটি মরণব্যাধি। আমাদের সকলের সচেতনতার দ্বারা এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। ধূমপান হচ্ছে এই রোগের অন্যতম মূল উৎস। তাই সকলের উচিত ধূমপান পরিহার করা এবং ধূমপায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে দূরে থাকা। এছাড়া যে সকল কারণ এই মরণব্যাধিটির জন্য দায়ী সেগুলো থেকে দূরে থাকা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতার দ্বারাই সম্ভব এই রোগের অতিশাণ থেকে মুক্ত হওয়া।

# স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

# শিশুদের মধ্যে অ্যাডিনয়েড সমস্যা

**দুরন্ত বার্তা** ঃ অ্যাডিনয়েড বড় হয়ে গেলে নাক বন্ধ হয়ে যায়। তখন নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়। এর ফলে ঘুমের ব্যাঘাতসহ শিশুদের মারাত্মক কিছু শারীরিক জটিলতা হতে পারে। শীতের সময় এই সমস্যা বাড়তে পারে। নাকের পেছনে টনসিলের মতো সাধারণ কিছু লিম্ফয়েড টিস্যু থাকে। এটি যদি কখনো বড় হয়ে যায়, তাহলে নাকের পেছনের শ্বাসনালিকে বন্ধ করে দিতে পারে। একে বলে অ্যাডিনয়েড বড় হওয়ার সমস্যা, যা সাধারণত শিশুদের বেশি হয়। শীতের সময় এর জটিলতা বাড়তে পারে।

**লক্ষণ** ঃ শিশুদের অ্যাডিনয়েড বড় হলে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। এসব লক্ষণ দেখা দিলে মনে করতে হবে, তার অ্যাডিনয়েড বড় হয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। যেমন-
-শিশুর নাক বন্ধ থাকে। সব সময় সর্দি লেগে থাকে।
-মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়, সব সময় মুখ হাঁ করে থাকে।
-ঘুমের সময় শ্বাসকষ্টে ভোগে, মুখ হাঁ করে ঘুমায়।
-নাকি স্বরে কথা বলে।
-মুখ দিয়ে লাল পড়ে।
-খাওয়া-দাওয়ায় যেক্টে অরুচি থাকে।
-স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ঘুম ভেঙে গেলে জোরে জোরে শ্বাস নেয়।
-ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে।
-কানের পেছনে একটা টিউব থাকে, যার ওপর চাপ পড়লে শিশুর কানের সমস্যা হয়, কানে কম শোনে। উচ্চ ভলিউমে রেডিও-টেলিভিশন শোনে।
-কানে ইনফেকশন হতে পারে, মাঝেমধ্যে কান ব্যথা হয়, পুঁজ পড়তে পারে।
-সাইনোসাইটিস হতে পারে।
-পর্দার পেছনে মধ্যকর্ণে জল জমে,

### ঠাণ্ডাজনিত কাশি

**দুরন্ত বার্তা** ঃ আর কিছুদিন পরেই চলে যাবে শীত। ঋতু বদলের এ সময়ে হাঁচি, কাশি, অ্যালার্জিজনিত রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডাজনিত অ্যালার্জি শীত বা শীতের পর দেখা দেয়। এই সময় শীত চলে গেছে ভেবে মানুষ অতটা গরম কাপড় পরে না। ফলে ঠাণ্ডাজনিত অ্যালার্জি হয়। শীতের এইসময়ে বাতাসে অনেক ধুলো থাকে। এই ধুলোর সঙ্গে অ্যালার্জেন মিশে থাকে। এই সময় অ্যালার্জি হওয়ার বিভিন্ন উপাদান আমাদের শ্বাসনালির ভেতর ঢুকে যায় বা আমাদের ত্বকের ওপর বসে পড়ে। মোটকথা, বাতাসে অর্ধ্রতা কম থাকার ফলে অ্যালার্জির প্রকোপ বেড়ে যায়। আসলে হাঁচি, কাশি উপসর্গ মাত্র। এসব কিছুই এলার্জি সংক্রান্ত রোগ। আর সব হাঁচি যে অ্যালার্জি সংক্রান্ত তা-ও নয়। এ সময় সকালের দিকে অনেক হাঁচি হতে পারে। নাক দিয়ে হঠা করে জল পড়ে এবং কাশি হয়ে থাকে। অনেকের ত্বকে অবখাি চুলকানি শুরু হয়। এগুলোয় উস একই, কেবল উপসর্গ ভিন্ন। এই অ্যালার্জি যখন নাকে যায় তখন নাকের ঝিল্লির ওপর বসে প্রতিক্রিয়া শুরু করে। তখন হাঁচি শুরু হয়। যখন গলায় যায় তখন কাশি হয় এবং যখন ত্বকে অ্যালার্জি হয় তখন এটি চুলকানি আকারে প্রকাশ পায়। অবহাওয়ায় অ্যালার্জির উপাদান যত ব্যাতে থাকে এই রোগের প্রকোপও তত বাতে থাকে। একটি শহরে যত বেশি ব্যাঘাত হয়ে মানুষ তত অ্যালার্জির সমস্যা় ভুগবে। বেশি কাশি হলে গলা বসে যেতে পারে। কাশতে কাশতে অনেক সময় ফেরিনজাইটিস হয়ে যায়।



যাকে অটাইটিস মিডিয়া উইথ ইফিউশন বলে। অনেক সময় মধ্যকর্ণে ইনফেকশনও হতে পারে।
**জটিলতা** ঃ অ্যাডিনয়েডের কারণে বা সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে কিছু জটিলতা হতে পারে। যেমন-
-সব সময় বা মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার কারণে অনেক সময় শিশুর মুখের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। একে বলে “অ্যাডিনয়েড ফেসিস”। অ্যাডিনয়েড ফেসিসের চেহারা়র শিশুকে দেখতে অনেকটা হাবাগোবা বা বোকা টাইপের মনে হয়। তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কেননা মস্তিষ্কের পুষ্টি হলো অক্সিজেন। আর এসবের অভাবে শিশুদের আইকিউ কমে যায়, তারা বোকা বোকা হয়, বুদ্ধি লোপ পায়।
-ঘুমের ভেতর যেহেতু অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যায়, ফলে ব্রেনেও অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যায়। এতে মস্তিষ্ক হাইপক্সিক ড্রাইভে ভোগে।
-দাঁত উঁচু হতে পারে, তালু ওপরে উঠে যেতে পারে।

-টনসিলও বড় হয়ে পুঁজ জমে জটিলতা হতে পারে।
-শিশুর খেতে কষ্ট হয়, খেতেও অনেক সময় লাগে।
-পড়ালেখা়য় অমনোযোগী হয়, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
-নাকের স্বাভাবিক বুদ্ধি হয় না বলে নাক ছোট হয়ে যেতে পারে।
-এই রোগের মারাত্মক জটিলতা হিসেবে বাতস্বর, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, হার্ট ফেলিওর, দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখ ইত্যাদি হতে পারে।
**যাদের হয়** ঃ সাধারণত তিন থেকে চার বছরের শিশুদের এটা বেশি হয়। তবে ছয়-সাত বছরের শিশুদেরও হতে পারে। ১০-১১ বছরের পর অনেক ক্ষেত্রে অ্যাডিনয়েডের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে বা ছোট হতে থাকে। এ রকম না হওয়া বরং খারাপ লক্ষণ।

**পরীক্ষা** ঃ কোনো শিশুর অ্যাডিনয়েড আছে কি না বা অ্যাডিনয়েড বড়

হয়েছে কি না এটা উপরোক্ত কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। এ ছাড়া কিছু পরীক্ষা।-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। যেমন-সিম্পল এক্স-রে সফট টিস্যু নেসোফেরিংক্স ল্যারাল ভিউ। এই এক্স-রে করালে ঠিক কর্তৃত্ব শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে গেছে সেটা ভালোভাবে বোঝা যাবে। এ ছাড়া এন্ডোসকপি এবং সিটি স্ক্যান করেও জানা যায়।

**চিকিৎসা** ঃ ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ অথবা অপারেশন করে অ্যাডিনয়েড ফেলে দেওয়া-এই দুভাবে অ্যাডিনয়েডের চিকিৎসা করা যায়।

**অপারেশন**
**অ্যাডিনোটনসিলেকটমি** ঃ শিশুর অ্যাডিনয়েডের সমস্যা জটিল মনে হলে, বেশি বড় হয়ে গেলে এবং শ্বাসনালিকে বাধাপ্রস্তু করলে এবং কোনো উপসর্গ দেখা দিলে অপারেশন করে ফেলাই ভালো। টনসিল ও অ্যাডিনয়েড দুটিই অপারেশনের

# লক্ষণ অনুযায়ী মাথাব্যথার কারন নির্নয়

**দুরন্ত বার্তা** ঃ মাথাব্যথা অতি পরিচিত স্বাস্থ্য সমস্যা। মাথাব্যথা বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক সমস্যা হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা মারাত্মক রোগ নির্দেশ করে না। দৃশ্চিন্তা ও মাইগ্রেন শতকরা ৯০ ভাগ মাথাব্যথার জন্য দায়ী। মাথাব্যথা নানা কারণে হয়ে থাকে। টেনশন কিংবা দৃশ্চিন্তাজনিত মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, ক্লাস্টার, সাইনাস কিংবা চক্ষুজনিত মাথাব্যথা, হরমোনজনিত মাথাব্যথা, ব্রেন টিউমার, মগজের ভেতর রক্তপাত, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি কারণে মাথাব্যথা হয়ে থাকে।

**মাইগ্রেন** ঃ শতকরা ১০-১৫ ভাগ লোক এই ধরনের মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়। মাইগ্রেন মেয়েদের বেশি হয়। সাধারণত ১৫-১৬ বছর বয়স থেকে মাইগ্রেনের লক্ষণ দেখা দেয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাইগ্রেনের আক্রমণের সময় মগজের রাসায়নিক বাহক সেরোটোনিনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং মাথা বাইরের ধমনিগুলো প্রসারিত হয়।

| লক্ষণগুলো                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -মাথাব্যথা সাধারণত মাথার একদিকে হয়। তবে ব্যথা সমস্ত মাথায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।                                                                                                                                                                                                                  |
| -মাথাব্যথার সঙ্গে বমি বমি ভাব হয়, এমনকি বমিও হতে পারে।                                                                                                                                                                                                                                          |
| -রোগী তখন আলো সহ্য করতে পারে না।                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -এই ধরনের মাথাব্যথা কয়েক ঘণ্টাব্যাপী চলতে পারে কিন্তু দিনব্যাপী খুব কম হয়।                                                                                                                                                                                                                     |
| -মাইগ্রেনে রোজ, সপ্তাহ কিংবা মাসব্যাপী হতে পারে।                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -দৃশ্চিন্তা, মদ্যপানে মাথাব্যথা বেশি হয়। পনির, চকলেট ইত্যাদি খাবারও মাথাব্যথা বেশি হয়। ঘুমালে মাথাব্যথা কমে যায়।                                                                                                                                                                              |
| -মাইগ্রেনেরে বংশগত ইতিহাস থাকতে পারে।                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -সাধারণত কোনো স্নায়বিক উপসর্গ থাকে না।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -হার্টের অলিঙ্গ ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকার কারণে মাথাব্যথা হতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রে রোগী কোনো ধরনের হার্টের সমস্যা অনুভব নাও করতে পারেন।                                                                                                                                                                |
| <b>চিকিৎসা</b> ঃ যেসব কারণে মাইগ্রেনের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়, তা পরিহার করতে হবে। স্বল্পস্থায়ী চিকিৎসা হিসেবে প্যারাসিটামল, এরগোটামিন, পিজোটিফেন, প্রপ্রানালোল, এমিট্রিপটাইলিন ব্যবহার করা যেতে পারে। হার্টে ছিদ্র আছে কি-না তার জন্য ইকো কালার ডপলার পরীক্ষা করে হার্টের চিকিৎসার দরকার হতে পারে। |
| <b>ক্লাস্টার</b> ঃ ক্লাস্টার মাইগ্রেনের চেয়ে কম হয়। এই ধরনের মাথাব্যথা মধ্যবয়স্ক পুরুষদের বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু মাইগ্রেন নারীদের বেশি হয়।                                                                                                                                                   |
| লক্ষণগুলো                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মাথাব্যথা।                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# হাঁপানি হলো শ্বাসনালির এক ধরনের অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া

**দুরন্ত বার্তা** ঃ অ্যাজমা বা হাঁপানি হলো ইমিউনজনিত শ্বাসনালির এক ধরনের অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া। বংশানুক্রমিকভাবে এই রোগে আক্রান্ত সন্তান, যাদের শ্বাসনালি খুবই সেনসিটিভ, বিভিন্ন উত্তেজক বস্তু বা অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এসে উত্তেজিত হয়ে ফুলে ওঠে। এর ফলে তাদের শ্বাসনালির মধ্যে কক্ষের নিঃসরণ বেড়ে যায় এবং শ্বাসনালি সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় শুরু হয় লাগাতার কাশি, শ্বাসকষ্ট, বৃকে ব্যথা ইত্যাদি। **রোগের কারণ** ঃ হাঁপানি কোনো সংক্রমক ব্যাধি নয়। শীতেরে এইসময়টি ছাড়াও বাড়ির আশপাশে যদি কোনো পরিবেশ দূষণকারী কলকারখানা থাকে অথবা অতিরিক্ত ধোঁয়া, ধুলো, ফুলের রেণু ইত্যাদি থাকে, তবে আপনার সন্তানের হাঁপানি হতে পারে। শীতের সময় কুয়াশা, স্মোয়টার, লেপ-কন্ডলের মাইট বা কাপড়ের মাঝে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকা হাঁপানির অন্যতম কারণ।

**রোগের লক্ষণ** ঃ হাঁপানি দেখা দিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শোঁ শোঁ শব্দ, আর একটি বড় শিশুদের বৃকে চাপ, শ্বাসকষ্ট, বৃকে ব্যথা ইত্যাদি হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অল্প কাজেই পরিশ্রান্ত হওয়া বা হাঁপিয়ে ওঠা, আর একটানা ঘুম না হওয়া, অল্প খেলাধুলায় হাঁপিয়ে যাওয়া-এসব হাঁপানি রোগের অন্যতম লক্ষণ।

হাঁপানির চিকিৎসা ঃ হাঁপানি রোগের স্থায়ী কোনো প্রতিকার নেই। এমন কোনো ওষুধ নেই, যা হাঁপানি রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করে দেয়। এই রোগের আদর্শ চিকিৎসা হলো নেবুলাইজার বা ইনহেলারের মাধ্যমে ব্রকোডাইলের জাতীয় ওষুধের মাধ্যমে শ্বাসকষ্টের উপশম করা। মুখে খাওয়ার থিওফাইলিন বা সালবিউটামল জাতীয় ওষুধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক বেশি। যেহেতু ইনহেল করা ওষুধ সরাসরি ফুসফুসে পৌঁছায়, তাই এক্ষেত্রে রোগীর (ওষুধের) খুব সামান্য অংশের প্রয়োজন হয় এবং তা তাড়াতাড়ি কাজ করে। অনেকে অজ্ঞাতবশত ইনহেলারকে শেষ এবং ক্ষতিকর চিকিৎসা মনে করে থাকেন, যা একেবারে অমূলক। চিকিৎসকরা সাধারণত দু’ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। প্রথমদিককার হাঁপানিভার (সালবিউটামল) এবং প্রিভেন্টার বা প্রতিরোধক। প্রিভেন্টার হলো স্টেরয়েড, যার কাজ হলো শ্বাসনালির সংবেদনশীলতাকে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা। তাই এই ধরনের ওষুধগুলো নিয়মিত নিতে হয়। আর যদি কোনো অ্যান্টিজেন বা অ্যালার্জেন শ্বাসনালিকে উত্তেজিত করে, কাশি শুরু হয় বা নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় তবেই রিলিভার জাতীয় ওষুধগুলো নিতে হবে। অর্থাৎ প্রয়োজনে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

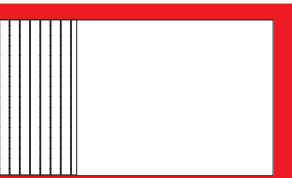


(রিলিভারপ্রিভেটর) দুটোর মাধ্যমেই চিকিৎসা চালিয়ে নিতে হবে। প্রিভেটর বা প্রতিরোধক প্রথমে দিনে দু’বার করে শুরু করার পর যদি মূল্যতম ছয় মাস যদি রোগী রোগমুক্ত থাকে, তবে চিকিৎসক এই ওষুধের ডোজ কমিয়ে আনেন। আর এই কম ডোজ যদি একবার করে দিয়েই রোগী দিবা ভালে থাকে তবে তা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাঁপানির সমস্যা মেন কম হয় এজন্য মস্টিল্‌কাস্ট জাতীয় ওষুধ সেবনের পরামর্শ চিকিৎসকরা দিয়ে থাকেন।

**শিশুর হাঁপানি** ঃ হাঁপানি ঘন ঘন দেখা দিলে শিশুর শরীর পরিমিত অক্সিজেন পায় না। আর

মাধ্যমে একত্রে ফেলে দেওয়া ভালো, যাতে পরবর্তী সময়ে জটিলতা এড়ানো যায়। একে বলে অ্যাডিনোটনসিলেকটমি।
**কবলেশ্যন** ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে অপারেশন না করিয়ে ইদানীং ‘কবলেশ্যন মেথড’ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটা রক্তপাতহীন সর্বাধুনিক পদ্ধতির অপারেশন। এতে কাটা ঘা দ্রুত শুকায়, ব্যথা কম থাকেই ইত্যাদি।
**ওষুধের মাধ্যমে** ঃ অ্যাডিনয়েড যদি অল্প পরিমাণে বড় হয়, তাহলে ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়। আবার অপারেশন করতে কেউ অনিচ্ছুক হলে সে ক্ষেত্রে কিছু বিকল্প চিকিৎসা যেমন-নাকের স্টেরয়েড ড্রপস, লো ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিহিস্টামিন ইত্যাদি ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে অ্যাডিনয়েডের সঙ্গে টনসিলাইটিস থাকলে অপারেশন করাটাই যুক্তিযুক্ত।

**প্রতিরোধে করণীয়**
-ফ্রিজের জল বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জল পান না করা।
-অহিসক্রিমজাতীয় খাবার বন্ধ করা।
-বিছানার মাথার দিক কিছুটা উঁচু রাখা।
-চিত না হয়ে বরং এক কাত হয়ে শোয়ার অভ্যাস করা।
-স্ব্বর, গলা ব্যথা, অ্যালার্জি থাকলে চিকিৎসা করা।
-মেঝেতে না শোয়া বা ঠাণ্ডা না লাগানো।
-নাকের দেওয়াল বাঁকা থাকলে সঠিক চিকিৎসা করা।
-পর্যাপ্ত জল পান, সুয়ম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা।
-স্থূলকায় হলে ওজন কমানোর চেষ্টা করা।
-থিঞ্জি পরিবেশ এড়িয়ে চলা বা অনেক শিশু একসঙ্গে বসবাস না করা।



### প্রশ্নোত্তর

পাঁচদকের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ গর্ভধারণের সময় শারীরিক মিলনে কোনরকম ঝুঁকি আছে?
উত্তর ঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সব দম্পতীর চাওয়া থাকে সন্তান। একজন মা গর্ভাবস্থায় সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে তিনি সব সুখ বিসর্জন দিয়ে থাকেন। গর্ভাবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক দম্পতি বুঝতে পারে না যে তারা কী করবেন। আর এই নিয়ে অনেক ডুল ধারণা রয়েছে তাদের মধ্যে। গর্ভাবস্থায় সমাজে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেক দম্পতি মনে করেন এ সময় শারীরিক সম্পর্কে জড়ানো উচিত নয়। এই ধারণা মোটেও সঠিক নয়। অনেকেই ধারণা গর্ভাবস্থার শারীরিক সম্পর্কের ফলে জ্বগ (বাচ্চার) ক্ষতি হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল। গর্ভাবস্থায় ওয়েজাইনা স্ট্রেসের ফলে একটি বৃদ্ধি পায়, এর ফলে গর্ভাশয়ের বাইরের দিকে মিউকাসের একটা বড়ী স্তর জমে যায়। তাই এই সময় বাচ্চা সুরক্ষিত থাকে। এই সময় পেটে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এর মানে এই নয় যে প্রসব বোনা। তাই ব্যথা হতেই পারে। তবে এর সঠিক কারণ চিহ্নিত করনা। এছাড়া এ বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন। গর্ভাবস্থায় খুবই প্রসবকাতর থাকে, মিলনের পরে সামান্য রক্ত আসতে পারে। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। গর্ভাবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক হলে ইনফেকশন হতে পারে এটি ঠিক নয়। সঙ্গীর কোনোরকম যৌনরোগ না থাকলে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করুন। গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কেননা এটি মা ও গর্ভের সন্তান উভয়ের জন্য ক্ষতি। তবে ৩-৬ মাসে শরীরে অক্সিটিক (প্রেমজ হরমোন) বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শারীরিক সম্পর্কের সময় স্ত্রীর তলপেটে কোনো চাপ না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন। এছাড়া গর্ভকালীন সন্তান স্ত্রী যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে তবে শারীরিক সম্পর্কে সমস্যা নেই। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩৫ বছর। উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। ওজন ৪৫ কেজি। আমার সমস্যা হলো, কোনো ভারি কাজ যেমন-কাপড় কাটা, ঘর মোছা, ভারি রান্নার সময় বেশি নাড়াচাড়া করতে পারি না। এমনকি বাচ্চাদের ডায়েরি লিগেলেও ডান হাতেরে কবজিতে খুব ব্যথা করে। দিন দিন ব্যথার পরিমাণ বেড়ে যায়। দিন দিন ব্যথাটা আরো তীব্র হচ্ছে। কী করলে এই অসহ্য ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পাব?
উত্তর ঃ আপনার এই বর্ণনা শুনে রোগ সম্পর্কে ধারণা করা একটু কঠিন। আপনি এক্স-রে করে একজন অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। পাশাপাশি কুসুম গরম জলে ডান হাতেরে কবজি ডুবিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে নাড়াচাড়া করুন। আর যে কাজগুলো করলে ব্যথা বেড়ে যায়, সেগুলো করবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমার মুখে, বৃকে ও পিঠে অনেক ব্রণ। চিকিৎসা করার পরও সুফল পাচ্ছি না। ব্রণ কী ভালো হয়?

উত্তর ঃ আপনার দেহে সম্ভবত এন্ড্রোজেন হরমোন অনেক বেড়ে গেছে। অত্যধুনিক কসমেটিকস সার্জারি, রেডিও সার্জারির মাধ্যমে ব্রণ সফলভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন থেকে আমার বাঁ পায়ের বাঁদে মাঝেমাঝে ব্যথাহয়েছে। চিকিৎসা নিয়েও ভালো হচ্ছে না।

উত্তর ঃ বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় এক সেশনে পায়ের অ্যাকজিমা ভালো করা সম্ভব। এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

### পুলিশের ম্যারাথন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ঐতিহাসিক গৌড়ের নিদর্শন সংরক্ষণ এবং জেলার আমের উন্নতির লক্ষ্যে মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ম্যারাথন দৌড়। প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করতে রবিবার সকাল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত গৌড়ের লুকেচুরি এলাকায় তৈরি হয় অনুষ্ঠান মঞ্চ। জেলা ও বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে ঐতিহাসিক ম্যারাথন দৌড়ে। উপস্থিত ছিলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও সেচ দপ্তরের প্রতিন্মন্ত্রী সার্বিনা ইয়াসমিন, মালদা রেঞ্জের ডিআইজি অনুপ জয়সংওয়াল, মালদা জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার দাশব, প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন, বাংলা সিনেমা জগতের প্রখ্যাত অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক আব্দুর রহিম বজ্র সহ অন্যান্য আধিকারিক ও দৌড়বিদরা। এদিন সকাল আটটা নাগাদ শুরু হয় ম্যারাথন দৌড়। প্রথমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ২১ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ের। এরপর দুটি পর্যায়ে বঙ্গ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ের সূচনা করা হয়। শেষে সর্বসাধারণের জন্য পাঁচ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড়ের সূচনা করা হয়। মশাল হাতে দৌড়ান আবির চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। গৌড়ের বিভিন্ন নিদর্শনের পাশ দিয়ে হাজার হাজার যুবক-যুবতী ও বয়স্করা দৌড়ান। এইবাহারে নিদর্শন এবং জেলার আমের উন্নতির লক্ষ্যে জেলা পুলিশের উদ্যোগে এই প্রথম ঐতিহাসিক ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। তিনটি বিভাগে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশগ্রহণকারীদের আর্থিক পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে।

### মানবিক বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয়দের সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত বিএসএফ জওয়ানরা। এবার প্রসব বেদনায় কাত্তে মহিলাকে সমন্বিতো হাসপাতালে নিয়ে গেল বিএসএফ। রবিবার বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনাটি দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীনে মালদার এমএস পূর গ্রামের। শনিবার রাতে অনিতা মন্ডল (২২) নামে এক গর্ভবতী মহিলার হঠাৎ প্রসব দেদনা শুরু হয়। ওই মহিলার পরিবারের সদস্যরা সীমান্ত কাঁড়ির হেপসিদপুর কোম্পানি কমান্ডারের কাছে সাহায্য চান। দেরি না করে কোম্পানি কমান্ডার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্টসহ একটি বিএসএফ অ্যান্‌বুলেন্স পাটিয়ে দেন অনিতা মণ্ডলের বাড়িতে। সেখান থেকে ওই মহিলাকে চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন ওই মহিলা।

| Name Change                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I,Jayshree Sen (old name)D/O Late Jitendra Nath Sengupta Presently residing at P-239 LAKE ROAD,FLAT NO-2R,PO-SARAT BOSE ROAD, RABINDRA SAROBAR, Kolkata-700029 , West Bengal INDIA I have changed my name to  Jayshenceforth be known as ) Jayashree Sen (new name ) vide an affidavit sworn. |

| Name Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I, Azizul Islam (Old Name) S/o Jakir Mondal residing at VIII-Britthituda Nawda Para, Po-Talukhuda, PS-Chapra,Nadia-741123 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Azizul Islam Mondal (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/02/2023.Azizul Islam and Azizul Islam Mondal both are same and one identical person. |

| Name Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I,Sk Samin (Old Name) S/o Sk Mantaj Ali residing at Dankuni, west bengal, Hooghly-712310 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as)Sk Samin Ali (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/02/2023.Sk Samin and Sk Samin Ali both are same and one identical person. |

| Name Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I,Sephali Acharyya (Old Name) D/o Khagendra Nath Acharyya residing at s 184/2, M H DUTTA ROAD, PS- NEW BARRACKPORE, Barrackpore, 700131, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) SEFALI ACHARYA (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/02/2023.Sephali Acharyya and SEFALI ACHARYA both are same and one identical person. |

| Name Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I, Gautamj Singh (Instead of Goutam Kumar Singh (Old Name) S/o Ranjit Kumar Singha residing at ward -0013, Parbatipur,712310(WB),Purba Medinipur,Pin-723200 M.M. India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) Goutam Singha(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/02/2023. Goutamj Singha on 03/02/2023. Goutamj Singha instead of Goutam Kumar Singha and Goutam Singha both are same and one identical person. |

# চিলারায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের মঞ্চে আবার রাজ্য ভাগের উস্কানি

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৫ ফেব্রুয়ারি : ৫ বারংবার উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্য, কখনও বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি জানিয়ে এসেছে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এর আগে কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিজেপি বিধায়করা আলাদা রাজ্যের দাবিতে সরব হয়েছিলেন, পাশাপাশি জিসিপিএ সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ খুব দ্রুত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হতে চলেছে বলে দাবি করেন। এমতাবস্থায় শাসক ও শাসক বিরোধী তরজা বারংবার প্রকাশ্যে আসে। চিলারায়ের ৫১৩তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কোচবিহার দু'নম্বর ব্লকের সিক্রেসুরী এলাকায় দুদিনের অনুষ্ঠানে শাসকদলের কার্যের দেখা মেলেনি। গতকাল এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিন্মন্ত্রী নীশীথ প্রামানিক। রবিবার এই অনুষ্ঠানে জিসিপিএ সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজের পাশে দেখতে পাওয়া গেল কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বপ্রসাদ শর্মাকে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, আমাদের এই এলাকার ইতিহাস মেশানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিহাসকে বাঁচানো বা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের সবার। এরপর তিনি বলেন, আমাদের এখানে যত এখানে কর্মিউনিট রয়েছে আমরা সবাই যদি এক্যবদ্ধ থাকি তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য পাবো। কি লক্ষ্য, সে প্রসঙ্গে তিনি সরাসরি বলেন, রাজ্য ভাগ। বিধানসভাতে বসেছি, বিধানসভার বাইরেও বসেছি। সরাসরি রাজ্যভাগ চাই। যদি এই প্রসঙ্গে জিসিপিএ সুপ্রিমো বলেন আমরা তো বাংলা ভাগ চাইনি। আমরা তো বাংলার সাথে নিয়ে আমরা তো আলাদা। তিনি বলেন, আমরা রাজ্যকে রিকর্শ করতে চাইছি এবং কেন্দ্রের সাথে কথা হয়েছে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। যদি ওই সমস্ত বিষয়কে চাক্ষিক করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা পার্থপ্রতিম রায় বলেন, যে বিধায়করা বলছেন তারা গুরুত্বহীন। সেই বিধায়করা কেন্দ্র বা রাজ্য নেতৃত্বের সামনে মুখ খুলতে পারে না। এখানে স্থানীয়ভাবে এসে একটি প্রচারের চেষ্টা, হাততালি পাওয়ায় চেষ্টা। মঞ্চে শাসকদলের কেউ নেই প্রসঙ্গে বলেন, এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন। তিনি বীর চিলারায় বা পঞ্চদান বর্মাকে প্রশ্না করেন। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থান একদম স্পষ্ট, কোনোভাবেই রাজ্য ভাগ নয় এবং যারা এই রাজ্য ভাগে মদত দেয় তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই তাদের সাথে নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য ভাগের বিরুদ্ধে সবাইকে একসাথে নিয়ে চলার বার্তা

### বাইক চুরিতে খত

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৫ ফেব্রুয়ারি : ধৃতদের দাবি চোরাই মোটরসাইকেল নিয়ে বাজার করতে এসেই ফেঁসে গেছি। আমরা চুরি করিনি বাইক। রবিবার আসানসোল জেলা আদালতে হাজির হওয়ার আগেই এমনই দাবি করলো মোটরসাইকেল চুরির অভিযোগে ধৃত দু'জন। আসানসোলে দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের রানিগঞ্জ থানার নিমচা ফাঁড়ির পুলিশ চুরির তিন মাসের মধ্যে চোরাই মোটরসাইকেল উদ্ধার করার পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে এই দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গেছে, রানিগঞ্জে নিমচা ফাঁড়ি এলাকার রিটাই ৫৪ ইউনিট এলাকায় তিন মাস এক খনি কমীর মোটরসাইকেল চুরি যায়। পরে মোটরসাইকেল মালিক এই চুরির বিষয়ে নিমচা ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে পুলিশ এই মোটরসাইকেলের খোঁজে তল্লাশি ও তদন্ত শুরু করে। এরপরই পুলিশ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। তারপর এই মোটরসাইকেল চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাণ্ডুবেশ্বর থানার ডিভিসি এলাকা থেকে রূপালী রুইদাস ও স্বরূপ রুইদাস নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে। গত ২৯ জানুয়ারি শ্রেফতারের পর তাদের আসানসোল জেলা আদালতে হাজির করিয়ে পুলিশ হেফাজতে নেয়। এরপর পুলিশ ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে, জেরা করে। তাদের কথা মতো তল্লাশি চালিয়ে পাণ্ডুবেশ্বরের ডিভিসি এলাকা থেকে চুরি যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। রবিবার পুলিশ ধৃতদের আবারও আদালতে হাজির করায়। যদিও মোটরসাইকেল চুরির ঘটনায় অভিযুক্তরা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করছে। ধৃত রূপালীর দাবি, তারা জানতই না যে চোরাই মোটরসাইকেল নিয়ে তারা যোরাকেরা করছিল। রানিগঞ্জ থানার পুলিশ তার সমস্ত দাবি নস্যাৎ করে বলেছে, চুরি যাওয়া মোটরসাইকেল সম্পর্কে তাদের কাছে তথ্য ছিল। তার ভিত্তিতেই এই চোরাই মোটরসাইকেলের খোঁজ পাওয়া গেছে। এর পাশাপাশি পুলিশ এই চুরির পেছনে এই যুবকদেরই হাত রয়েছে বলে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে। ধৃতদের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার হল চুরির বাইক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : চারঘের জমির পাশেই মোটরবাইক রেখে জমিতে কাজ করতে গিয়ে ফিরে এসে দেখেন মোটর বাইক উধাও। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি গরালবাড়ি শোবারহাট এলাকায়। এদিকে জলপাইগুড়ি শহরে কন্নতলা মোড়, বেগুনটানি মোড়, বড়পোস্ট অফিস মোড়, রায়কতপাড়া মোড়, দিনবাজার ট্রফিক মোড়, নেতাজি পাড়া মোড় সহ বিভিন্ন ট্রাফিক পোস্টে ইতিমধ্যেই নাকা চেকিংয়ে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। হঠাৎই চেকিং চলাকালীন বেগুনটানির মোড়ের পোস্টে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে লক্ষ করেন এক যুবককে পুলিশ দেখে মোটর বাইক রেখে পালিয়ে যেতো। সাথে সাথে তারা মোটর বাইকটি উদ্ধার করে। এদিকে সাথে পুলিশ পালিয়ে যাওয়া যুবকটির পিছু কলেও সেই যুবক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরে ট্রাফিক অফিস মোটর



দিয়েছেন। ফলে আরও একবার চিলারায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান থেকে বক্তব্য, পাশ্চাৎ বক্তব্যে পারদ চড়তে শুরু করেছে রাজনৈতিক মহলে। উল্লেখ্য, এর আগে গত বছর মার্চ মাসে বিধানসভায় বাজেট বিতর্কের সময় বিজেপি বিধায়ক বিশ্বপ্রসাদ শর্মা বলেছিলেন, উত্তরবঙ্গের মানুষের দুর্ভোগ বেশি। তাই উত্তরবঙ্গকে বাংলা থেকে পৃথক করতে হবে। এর আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে চিঠি লিখে বিশ্বপ্রসাদ শর্মা পৃথক গোখাঁল্যাব্দের দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে কোনও মূল্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দার্জিলিংকে আলাদা করতে হবে। সেটা আলাদা রাজ্য হতে পারে অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলও হতে পারে। প্রসঙ্গত একাধিকবার বঙ্গভঙ্গের দাবিতে সরব হয়েছেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। কখনও জঙ্গলমহলকে পৃথক রাজ্য ঘোষণার দাবি, তো কখনও উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন বিজেপির সাংসদ বিধায়করা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরে অলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ জন বার্লা উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা রাজ্যের দাবি তুলেছিলেন। উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য করার দাবি তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীশীথ প্রামাণিকও। এরপর একাধিক বিজেপি বিধায়ক সেই দাবিতে নিজেদের নাম জুড়ে ছিলেন।

## ফুল মেলায় জনজোয়ার জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : ফুল কার না ভাল লাগে। রং-বেরঙের বিভিন্ন ফুলের সম্ভার নিয়ে ফুল মেলা শুরু জলপাইগুড়িতে। মেলা চলবে চারদিন ধরে। মেলায় উদ্বোধন হল জাকজমকভাবেই। শীতের আমেজ লুটেপুটে নিচ্ছেন জলপাইগুড়িবাসী। প্রথম দিনেই ফুল মেলায় বিভিন্ন ফুল দেখতে মেলায় ফুলেমৌ মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে। শীতের শেষ দিকে নানা ধরনের ফুল নিয়ে জলপাইগুড়িতে শহরের মধ্যে বসেছে নানান ধরনের ফুল মেলা। গাছের চারা নিয়ে এসেছে এই মেলায়। এই ফুল মেলায় উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যোয়ারদ্যান সৌরভ চক্রবর্তী। জলপাইগুড়ি শহরে মাত্রাস ময়দানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় আয়োজন করেছে



দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৫ ফেব্রুয়ারি : নৃত্য, সঙ্গীত ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সঞ্জীবনী যার হাতে তার অপর নাম গান্ধবী সোসাইটি। প্রতিবছরের মতো গান্ধবীর নিজস্ব মঞ্চ থেকে এবারও একুশ-বাইশ সালের কৃতী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় নিতারণন স্মৃতি স্মারক সন্মাননা। তবে এবার উপরি পাওনা ছিল শিক্ষক নিতারণন মণ্ডলের দৌহিহা বিজ্ঞানী ড. নন্দন কুমার মণ্ডলের সমুজ্জল উপস্থিতি। যিনি সুদূর আমেরিকা থেকে ছুটে এসেছিলেন এই অনুষ্ঠানে। অশ্বশাই রামপুরহাটের মাটির টানে। গান্ধবী সোসাইটির উপদেষ্টা কমিটির প্রধান মলয় মজুমদার, রাত্তিপুত্র পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক নিখিল কুমার সিনহা, জীবনধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ আইনজীবী অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে রামপুরহাট শহরের একাধিক দিকপাল উপস্থিত ছিলেন। গুণমুগ্ধ দর্শকের উপস্থিতিতে সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কার্যত এক আনন্দপূর্ণকে পরিণত হয়। সঙ্গীত সহ সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গান্ধবীর কর্ণধার চৈতি মজুমদার। সোপানমুদ্রা দে-র সূচার সঞ্চালনা মনোহরণ করে দর্শকদের। গান্ধবীর কলাকুশলীদের কণ্ঠে কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত মৌরা সত্যোর পরে মন আজি করিব সর্মপণ করণও মৌরা বঙ্গার মাত নজরুল গীতি আবার কখনও নৃত্যের মুদ্রায় ‘শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন’, ‘নাচে নটরাজ’, ‘গনেঙ্গ বন্দনা’র অভিনব ঘরোয়া পরিবেশে এক বুকভরা প্রাণবাযু নিয়ে ঘরে ফেরেন রামপুরহাটবাসী।



বাইকটিকে নিয়ে যাওয়া হলে ওসি ট্রাফিক বাগ্না সাহার চেষ্টায় মোটর বাইকের নম্বার প্লোটের সূত্র ধরে গাড়ির লোকসমাগে ঘটনা পাওয়া গেল গাড়ির মালিককে ডেকে উপযুক্ত প্রমাণ দেখে মোটরবাইক তুলে দেন ট্রাফিক অফিসার বাগ্না সাহা। রবিবার ট্রাফিক অফিস থেকে ফোন পেয়ে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক অফিসে

ছুটে আসেন মোটরবাইকের মালিক সহ পরিবারের লোকজন। মোটর বাইক পেয়ে খুশি প্রকাশ করেন মোটর লোকসমাগে ঘটনা পাওয়া গেল গাড়ির মালিককে ডেকে উপযুক্ত প্রমাণ দেখে মোটরবাইক তুলে দেন ট্রাফিক অফিসার বাগ্না সাহা। রবিবার ট্রাফিক অফিস থেকে ফোন পেয়ে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক অফিসে

কাছে খুব প্রিয়। যেখানেই এই ফুল মেলা হয় সেখানেই আমি চলে যাই। তেমনি আমি আজ জলপাইগুড়িতে এসে মেলায় অপরূপ সুন্দর এক ফুল মেলা। বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ কিনলাম এবং এই দুটো সংস্থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এই ফুল মেলায় অংশগ্রহণকারী এক বিত্তো জ্ঞানান, বাড়ির ইনডোর এবং আউটডোর সৌন্দর্য্যায়ের জন্য রকমারি বিভিন্ন ফুল সহ বিভিন্ন গাছের সম্ভার নিয়ে হাজির তিনি। মেলা কর্তৃপক্ষ জানান, জলপাইগুড়ির হাটকালচার এবং লায়স ক্লাবের উদ্যোগে চারদিনব্যাপী এই মেলায় আয়োজন করা হয়েছে। এখানে প্রায় ৪৫টি রং-বেরংয়ের সুন্দর ফুল রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের গাছ গাছালি রয়েছে এবং রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফুল।

### আহত চালক

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৫ ফেব্রুয়ারি : ঝাড়গ্রামের লোখাশুলি-গড় শালবনির মাঝে লরি ও মার্কতির মুখমুখি সংঘর্ষ হয়। আহত হন মার্কতির চালক। রবিবার সকালে ঝাড়গ্রাম থেকে শালবনি যাওয়ার রাস্তায় মার্কতি ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে অগ্নের জন্য বাঁচলেন মার্কতি ডানের চালক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঝাড়গ্রাম থেকে যাচ্ছিল মার্কতি ডান এবং লোখাশুলির দিক থেকে পেপার মিলের মাল্য বোঝাই গাড়িটি আসছিলো। সেই সময় দ্রুতগতিতে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপরে উল্টে যায় লরিতে। তার পরেই ঘটে বিপত্তি। সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে মার্কতিকে। অগ্নেরে জনা বদেনে মার্কতিতে থাকা ভ্রূইভার এবং প্যাসেঞ্জার স্থানীয়দের দাবি, রাস্তা সারাই হলো স্পঞ্জ আয়রন কারখানা মাল বোঝাই গাড়ির দৌরাভ্য বাডার ফলেই দুর্ঘটনার ঘটনা বেড়েই চলেছে। রাস্তায় চলতে সময়ায় পড়ছেন স্থানীয় সাধারণ মানুষ। ঘটনার ফলে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। যার ফলে ৫ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে ঘটনাস্থানেক পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। পুলিশ দুটি গাড়ি আটক করেছে।

### পূর্ণিমায় পূণ্যস্নান

দুরন্ত বার্তা, মর্শিদাবাদ, ৫ ফেব্রুয়ারি : মাধী পূর্ণিমা উপলক্ষে মর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কার গান্ধিঘাট এবং তালতলা সংলগ্ন ঘটগুলাতে শুরু হয়েছে মেলা। রবিবার সকাল থেকেই বহু পুণ্যাধী হাজির থেকে এসে উপস্থিত হন গঙ্গায় পূণ্য স্নান করতে। ঝাড়খণ্ড থেকে আসা এক পুণ্যাধী অখিলেশ কুমার বসেন, পরিবার নিয়ে এসেছি স্নান করতে। মাধী পূর্ণিমাতে গঙ্গা স্নান করলে পূণ্য মেলে তাই প্রতিবছর এখানে আসি স্নান করতে। গত দুই বছর করোনা থাকার কারণে প্রশাসনিক বিধিনিষেধে লোকের ভিড় তেমন ছিল না। এবারে পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাধী পূর্ণিমাতেই গঙ্গার ধারে বেশি লোকসমাগে ঘটছে। এদিন গঙ্গা লাগোয়া রাধাগোবিন্দ মন্দির, শ্মশান কালী মন্দিরে পূজো, নাম সর্কর্ভিত হই। পূজো ও পূণ্যস্নানকে ঘিরে গঙ্গাঘাটে প্রশাসনের তরফে নজরদারীও ছিল চোখে পড়ার মতো।

## গিনেস বুকে নাম উঠলেও মিলছে না সাহায্য

# অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটছে বংশীহারির সিদ্ধিকা পারভিনের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : এক সময় তাকে নিয়ে হুইচইয়ের সীমা ছিল না রাজজুড়ে। বছর আটকে আগেও গ্রামের রাস্তার ধূলা উড়িয়ে শাসক এবং বিরোধী দলের নেতা -নেত্রীরা সহায়তার প্রতিযোগিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে পৌছে গেছিল তার বাড়ি। কিন্তু এখন সে সব শুধু অতীতের ধূসর স্মৃতি মাত্র। ২০১৩ সালে পৃথিবীর একমাত্র অতিকায় মহিলা হিসেবে গিনেস বুকে স্বীকৃতি পাওয়া দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারি ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামের অসুস্থ সিদ্ধিকা পারভিনের অন্তরালের জীবন সগ্রামে এখন কিন্তু আর কেউ সাহিল তো নেই, এমনকি অতিকায় চলন্তিহীন প্রায় অর্ধা তরুণীটির কিভাবে দিন কাটছে তার খোঁজও রাখে না কেউ। আজ পর্যন্ত জোটেনি দিন গুজরানোর কোন সরকারি ভাতা। হয়নি আধার কার্ড। ভারতীয় অতিকায় তরুণী হিসেবে গিনেস বুকে স্থান পাওয়া সিদ্ধিকা তো বটেই, তার পরিবারও এব্যাপারে আজ ক্ষুদ্র। কোনে আছেন সিদ্ধিকা, এই সময় তার খোঁজ নিতে গিয়ে সেই ক্ষোভের আঁচ পরিবারটিকে। সিদ্ধিকা এরপর ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক সময় নেতা-মন্ত্রীর সুপারিশে দলীয় কর্মী পরিবেষ্টিত হয়ে সিদ্ধিকা চিকিৎসা করতে ট্রেনে



ও তাদের পরিবারের ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের নিজ ভাগ্য ফেরালেও তাদের মেয়ের বা তাদের কোন হাল ফেরেনি। বরং অতিকায় মেয়েকে নিয়ে তারা অতি কষ্টে দিনযাপন করছেন। বরং অবহেলা ও অপমানের হাত থেকেও এখন নিস্তার নেই বিরল রোগে আক্রান্ত মেয়েটার। পিঁঠিহারি গ্রন্থিতে টিউমারের সমস্যায় ২৩ বছর বয়স থেকে সিদ্ধিকাকে চেহারা দীর্ঘ হতে থাকে। পাল্লা দিয়ে ব্যভূতে থাকে তাঁর খাবারের চাহিদা। রোজ প্রায় দু’কেজি চালের ভাত খাওয়ার চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয় গরিব পরিবারটিকে। সিদ্ধিকা এরপর ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক সময় নেতা-মন্ত্রীর সুপারিশে দলীয় কর্মী পরিবেষ্টিত হয়ে সিদ্ধিকা চিকিৎসা করতে ট্রেনে

কলকাতা থেকে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিল। তারপর দিল্লি থেকে সেই যে বাড়িতে সবাই নামিয়ে দিয়ে গেল আর খোঁজ রাখে না কেউ। এখনও সুস্থ নন। ক্ষোভে সকলের সাথে ঠিক ভাবে কথা বলাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে অভিমায়ী সিদ্ধিকা, সোজা হয়ে হাটতে পারা তো দুরের কথা। এছেন ৩৩ পেরনে সিদ্ধিকাকে নিয়ে ঘের দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তার দিনমজুর বাবা আফাজুদ্দিন ও তার মা মানসুন্না বিবির। তাদের বক্তব্য, সরকার তাদের মেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতে পারল না। এবার অন্তত একটি ভাতার ব্যবস্থা করে দিকা। যাতে ভবিষ্যতে সিদ্ধিকার অল্প হলেও নিশ্চিত সংস্থান থাকে। আর সেই দিনের পথ চেয়ে বসে রয়েছে সিদ্ধিকা ও তার পরিবার।

## তমলুকে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী মিনি ম্যারাথন

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৫ ফেব্রুয়ারি : গত দু’বছর করনো কাটিয়ে ফের নতুন উদ্যমে আবারও শুরু হল তমলুকের ঐতিহ্যবাহী ২১ কিমি মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের ইউথ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ২১কিমি মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। শুরু হয় মেহেদা কেটিপিপি মোড় থেকে তমলুক শহর ঘুরে শেষ হয় তমলুকের তমলুক ইউথ স্পোর্টিং ক্লাব সংলগ্ন শংকরআড়া বাসপূলে। এই ২১ কিমি মিনি ম্যারাথনে দুটি বিভাগ করা হয়। পুরুষ বিভাগ হয় ২১ কিমি এবং মহিলা বিভাগ হয় ১০ কিমি। মহিলা ১০ কিমি ম্যারাথন শুরু হয় ডিমারী বাস স্ট্যান্ড থেকে। এই মিনি ম্যারাথন এবছর ২৯তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা। মিনি ম্যারাথনের পুরুষ বিভাগের পুরস্কার ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা, তিরিশ হাজার টাকা, কুড়ি হাজার টাকা, দশ হাজার টাকা, পাঁচ হাজার টাকা সহ ট্রফি দেওয়া হয় এবং মহিলা বিভাগে দশ হাজার, পাঁচ হাজার, তিন হাজার, দু হাজার, এক হাজার টাকা সহ ট্রফি দেওয়া হয়। এই মিনি ম্যারাথন দেখার জন্য রাস্তার পাশে ভিড় জমান ককেক’শো দর্শক,

### বুথে দিদির দূত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ ফেব্রুয়ারি : রিন্নাবাড়ি এবং বিধাননগর এক নম্বর অঞ্চলের বিভিন্ন বুথে দিদির প্রতিনিধি হয়ে সহকর্মীদের সাথে ঘুরলেন জেলা সভাপতি পাণ্ডিয়া ঘোষ এবং তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত কর্মীরা। এখিনি জেলা সভাপতি এবং তৃণমূল অঞ্চল কমিটির সদস্যরা বিনাবাড়ির বিভিন্ন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বাসিন্দাদের সাথে দেখা করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। কে কে এইসব প্রকল্পের সুযোগ এবং সুবিধা পাচ্ছেন তা নিয়েও আলোচনা করেন।

| INVITING TENDER NOTICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undersigned is inviting Tender notice towards <b>NIT No. 21/Dev/EO/Pur/2022-23 Date. 02.02.2023.</b> Last date of submission of tender is <b>up to 5.00 pm. 17.02.2023</b> and will be opened on <b>20.02.2023 at 5.00 pm.</b> For details pl. contact to the office of the under signed or visit the website: <b>http://wbttenders.gov.in</b> |
| <b>Sd/- Executive Officer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pursurah Panchayat Samity</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pursurah: Hooghly</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| MANGAL STEEL ENTERPRISES LTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regd. Office: 248, G.T Road (N), Sakla Howrah-711006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PHONE: 2655-8331, FAX: 2655-0468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CIN:L27109WB1981PLC033969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NOTICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at its registered office on Tuesday the 14th day of February, 2023 at 1.30 P.M., inter alia, to consider, approve and take on record amongst other items of Agenda, the unaudited Financial Results of the company for the third quarter ended on 31st December, 2022. |
| By Order of the Board                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sd/-Sanku Shaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Date: 04.02.2023      Company Secretary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

হন উত্তর ২৪ পরগণার শাহিনুর মোল্লা। মহিলা বিভাগে প্রথম হন দক্ষিণ ২৪ পরগণার মুক্তি বানেন, দ্বিতীয় ঝাড়খন্ডের আশা কুমারী এবং তৃতীয় পূর্ব মেদিনীপুরের লাবনী সাহু।

| OFFICE OF THE ULUBERIA-II PANCHAYAT SAMITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAJAPUR: KARATBERIA: ULUBERIA : HOWRAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| e-tender is invited by the E.O on behalf of Uluberia-II Panchayat Samity for the work published in the website <b>http://wbttndres.gov.in</b> Ref:- Niet. No. HWZP/ULU-II/PS/Niet-17/2022-23 (2nd call of Niet-17/2022-23), Document download start from <b>04/02/2023,18.50 hr. to 09/02/2023 11.30 hr.</b> Bid submission end on <b>09/02/2023,12.00 hr.</b> |
| <b>Sd/-Executive Officer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ULUBERIA-II PANCHAYAT SAMITY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABRIDGED NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The Executive Engineer (Civil)/Br.-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. NIT No. - KMC/EE/CyBr-XII/108/79/22-23/BUSTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Name of Work : Maintenance of U/G Drainage System at slum area of Nonadanga Lake Pally near house no.-44 Lake Pally in Ward No.-108. Estimated Cost - Rs. 2,96,211.27. Earnest Money - Rs. 6,000.00. Period of Completion - 60 days.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. NIT No. - KMC/EE/CyBr-XII/108/80/22-23/BUSTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Name of Work : Maintenance of C.C. Road at slum area of Uday Nagar Colony near H/O- Nalini Kanta Routh in Ward No.-108. Estimated Cost - Rs. 2,99,065.69. Earnest Money - Rs. 6,000.00. Period of Completion - 60 days.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. NIT No. - KMC/EE/CyBr-XII/108/82/22-23/BUSTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Name of Work : Renovation of Road at slum area of Nonadanga Lake Pally near H/O- Anup Kumar in Ward No.-108. Estimated Cost - Rs. 2,98,990.97. Earnest Money - Rs. 6,000.00. Period of Completion - 60 days.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. NIT No. - KMC/EE/CyBr-XII/108/84/22-23/BUSTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Name of Work : Maintenance of Road at slum area of Nonadanga Lake Pally near house no.-62 Lake Pally in Ward No.-108. Estimated Cost - Rs. 2,99,092.78. Earnest Money - Rs. 6,000.00. Period of Completion - 60 days.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. NIT No. - KMC/EE/CyBr-XII/108/85/22-23/BUSTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Name of Work : Maintenance of Road at slum area of Nonadanga Lake Pally near H/O- Soma Karmakar in Ward No.-108. Estimated Cost - Rs. 2,96,001.64. Earnest Money - Rs. 6,000.00. Period of Completion - 60 days. Last Date and time of submission of Bid -11.02.2023 upto 11:00 a.m.(for Sl. 1 to 5). Date and time of Opening Bid -13.02.2023 at 11:00 a.m.(for Sl. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from 03.02.2023 (5:00 p.m.) from the website <a href="https://tender.wb.nic.in">https://tender.wb.nic.in</a> (for Sl. 1 to 5) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. NIT No. - KMC/XIV/131/38/22-23/R (1st Call)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Name of Work : Maintenance of Agomoni Community Hall by various Civil Works at Sarat Chatterjee Road in Ward No.-131. Estimated Cost (incl. GST & CESS)- Rs. 4,43,655.57. Earnest Money - Rs. 9,200.00. Period of Completion - 15 days.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. NIT No. - KMC/XIV/128/12/22-23/R (1st Call)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Name of Work : Development of C. C. Passage at Basudevpur Bye Lane near PR No.-5/1&50/22 in Ward No.-128, Br.-XIV. Estimated Cost (incl. GST & CESS)- Rs. 3,73,365.00. Earnest Money - Rs. 7,500.00. Period of Completion - 25 days.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. NIT No. - KMC/XIV/129/099/22-23/R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Name of Work : Development of Drainage by laying of under ground sewer line at A. Nagar (W) near PRE. No 59/E, 68/1 etc. in Ward No.-129. Estimated Cost (Incl. GST & CESS)- Rs. 3,11,143.38. Earnest Money - Rs. 6,300.00. Period of Completion - 15 days. Last Date and time of submission of Bid - 15.02.2023 upto 4:00 p.m. (for Sl. No. 1), 15.02.2023 upto 12:00 noon (for Sl. No. 2), 15.02.2023 upto 11:30 a.m. (for Sl. No. 3). Tender will be opened on - 17.02.2 |

## পায়ের চোটে ছিটকে গেলেন জশ হ্যাজেলউড

নাগপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : ভারতের বিপক্ষে আসন্ন চার ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার পেসার জশ হ্যাজেলউড। বাঁ পায়ের অ্যাকিলিসের চোটে ভুগছেন তিনি। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেও অনিশ্চিত হ্যাঁজেলউড। হ্যাঁজেলউডের অনুপস্থিতিতে প্রথম টেস্টের দলে সুযোগ পেতে পারেন পেসার স্কট বোল্যান্ড। প্রথমবারের মত বিদেশের মাটিতে টেস্ট খেলতে নামবেন তিনি। এখন পর্যন্ত ঘরের মাটিটাই কেবিরারের সবগুলো টেস্ট খেলা বোল্যান্ড ৬ ম্যাচে ২৮ উইকেট শিকার করেছেন। গত দুই বছর ধরেই টেস্টে অনিয়মিত হ্যাঁজেলউড এই সময়ে মাত্র ৪টি টেস্ট খেলেছেন। গত বছরের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে আঙুলের চোটে পড়েন এই ডান হাতি পেসার। এরপর সিরিজের দ্বিতীয় ও পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে মাঠের বাইরে ছিলেন হ্যাঁজেলউড। সিডনিতে প্রোটিমাদের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্ট দিয়ে বড় ফরম্যাটে খেলার সুযোগ পান তিনি। সিডনি টেস্ট লিগে কিরলেও বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ড ভেজা থাকায় বোলিং করতে গিয়ে অ্যাকিলিসের সমস্যায় পড়েন হ্যাঁজেলউড। এজন্য ভারতের মাটিতে পা রেখে এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার অনুশীলন ক্যাম্পের নেটে বল করতে পারেননি তিনি। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি নাগপুরে শুরু হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট। প্রথম টেস্ট শুরুর দুর্দিন আগে বল হাতে অনুশীলন শুরুর অপেক্ষায় আছেন হ্যাঁজেলউড। তিনি বলেন, এটি সিডনি টেস্টে পাওয়া চোটা ভাৱী বৃষ্টির পর মঠ নরম হয়ে যাবার পর বোলিং করেছি। রান-আপ নেওয়ার জায়গা খুবই নরম ছিল। টেস্টের জন্য বাড়তি অনুশীলনের কারণে এটি শরীরের সাথে মানানসুই হয়নি। আঙুলের চোটের কারণে প্রথম টেস্ট থেকে আরগেই ছিটকে গেছেন পেসার নিমলে স্টার্ক। আঙুলের চোট থেকে সৃষ্ট হলেও বোলিং করার মতো ফিট হয়ে উঠতে পারেননি পেস বোলিং অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনও।

## প্লে-অফে আশা মশাল শিবিরের

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : গত শুক্রবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কোরাল রাষ্ট্রসংকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ক্রোয়িন সিলভার একমাত্র গোলে জয় পেয়েছে লাল হলুদ ত্রিগোড়। তবে এই জয় সত্ত্বেও লিগ তালিকায় নবম স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এমন পরিস্থিতিতে সমকক্ষকার কার্ভ অশা ছেড়ে দিয়েছেন প্রথম ছয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সত্যিই কি প্রথম ছয়ে যাওয়ার আশা শেষ ইস্টবেঙ্গলের। পরিসংখ্যান এবং সমীকরণ অন্ততপক্ষে সেটা বলছে না। কিভাবে ইস্টবেঙ্গল প্রথম ছয়ে যেতে পারে, চলুন দেখে নিই। অঙ্কের হিসেবে এখনও সেরা ছয়ের দৌড় থেকে ছিটকে যায়নি ইস্টবেঙ্গল এফসি। হিরো আইএসএলের পরিসংখ্যানবিদরা বলেন, এখন যদি লাল-হলুদ বাহিনী তাদের বাকি সব ম্যাচে জেতে, যদি বেঙ্গালুরু এফসি তাদের চারটির মধ্যে তিনটি ম্যাচে হেরে যায়, ওড়িশা এফসি যদি তাদের বাকি পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই হেরে যায় এবং চেন্নাইন এফসি যদি আরও দু’টি ম্যাচে হেরে যায়, তা হলে কিন্তু ছ’নম্বর দল হিসেবে ইস্টবেঙ্গল প্লে-অফে খেলার সুযোগ পাবে। ফলে এখনও অবদি ইস্টবেঙ্গল এর কাছে সুযোগ রয়েছে আইএসএল এর প্লে-অফে যাওয়ার জন্য। তবে কাজটা অভ্যস্ত কঠিন। কারণ সামনে রয়েছে নর্থইস্ট ইউনাইটেড, মুম্বাই সিটি এফসি, চেন্নাইন এফসি এবং এটিকে মোহনবাগানের মতো কঠিন চ্যালেঞ্জ।

# বউকে পিটিয়ে ফের শিরোনামে কুখ্যাত কাশ্বলি

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারি : যে চরিত্রের জন্য আজীবন বদনাম কুড়িয়েছেন বিনোদ কাশ্বলি, সেই দুশ্চরিত্রের কারণেই ফের একবার শিরোনামে তারদের প্রাক্তন ক্রিকেটার বিনোদ কাশ্বলি। মদ্যপ হয়ে কুকিং প্যান দিয়ে স্ত্রীর মাথায় আঘাত করেছেন কাশ্বলি। ব্রাদ্রা পুলিশের কাছে এমনই লিখিত অভিযোগ করেছেন কাশ্বলির স্ত্রী আদ্রেয়া হিউরিয়া। বাদ্রা পুলিশ জানিয়েছে যে, কাশ্বলির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৪ (ছিছকৃত ভাবে ভৎসারক অস্ত্র দ্বারা আঘাত) ও ৫০৪ (অপমান) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে শুক্রবার রাত একটা থেকে দেড়টা নাগাদ কাশ্বলি মদ্যপ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। এরপর স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা শুরু করেন তিনি। আদ্রেয়া চেষ্টা করেন কাশ্বলিকে শান্ত করার। তবে কাশ্বলি উত্তেজনার বশে চলে যান রান্নাঘরে। সেখানে গিয়েই হাতে একটি ফ্রাই প্যান তুলে নেন। এরপর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারেন। ঘটনার সময় কাশ্বলি-আদ্রেয়ার ১২ বছরের ছেলেও উপস্থিত ছিল। আদ্রেয়া জানিয়েছেন যে, কোনও কারণ ছাড়াই কাশ্বলি স্ত্রী এবং সন্তানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। শুধু ফ্রাই প্যানের হাতল দিয়ে মেরেই শান্ত থাকেননি কাশ্বলি, এরপর ব্যাট দিয়েও আদ্রেয়ার ওপর চড়াও হন তিনি। আদ্রেয়া মাথায় চোট নিয়ে ছুটে যান ভাবনা হাসপাতালে। এরপর সেখান থেকে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন কাশ্বলির বিরুদ্ধে। আদ্রেয়া এফআইআর-এ লিখেছেন, গত ৬ ফেব্রুয়ারি রাত একটা নাগাদ আমার স্বামী বিনোদ কাশ্বলি মদ্যপ হয়ে বাড়ি ফেরে। আমার দুই সন্তানের সামনেই আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে। আমি এমনটা করতে বাধ্য করেছিলাম। ও নিজের মেজাজ হারিয়ে ফেলে এবং ফ্রাই প্যানের ভাঙা হ্যান্ডেল ছুড়ে আমার মাথায় মারে। চোট পাই



আমি। এরপর ব্যাট নিয়েও আমাকে তড়া করেছিল। আদ্রেয়া জানিয়েছেন যে, কাশ্বলি মদ্যপ হয়ে পড়শিরের সঙ্গেও বাজে ব্যবহার করে থাকেন। পুলিশ কাশ্বলিকে প্রেরণাভয়ের জন্য থানায় ডেকে পাঠিয়েছে। কাশ্বলির বাড়িতে গিয়েও ব্যয়ন নিয়েছে। ২০১৪ সালে কাশ্বলি সেন্ট পিটার্স চার্চে গিয়ে বিয়ে করেন আদ্রেয়াকে। এরপর আইনি বিয়ে করে তাঁরা ক্যাথলিক মতে বিয়ে সানেন। কাশ্বলির দ্বিতীয় স্ত্রী আদ্রেয়া। ২০১০ সালে কাশ্বলি-আদ্রেয়ার প্রথম সন্তান জন্ম নেয়। এর আগে গতবছর কাশ্বলি তাঁর হাউজিং সোসাইটির গেটে ভাঙচুর করে মুম্বই পুলিশের হাতে ফ্রেফতার হয়েছিলেন।

# ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথে বড় ভূমিকা নেবেন স্পিনাররা

## স্পিনের বিরুদ্ধে অনুশীলনে রোহিতরা

নাগপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : নাগপুরে ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে। অস্ট্রেলিয়ার পেস ব্যাটারির পাশাপাশি অজি স্পিনারদেরও সমীহ করছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। একটা সময় ভারতীয় ব্যাটারদের স্পিন খেলার দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। যদিও সাম্প্রতিককালে তারকাদের কিছু দুর্বলতাও দেখা যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে সেই খামতি মেটাতে বদ্বপরিকর ভারত। নাথান লিয়-সহ চার বিশেষজ্ঞ স্পিনার নিয়ে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। রয়েছেন অ্যান্টন অ্যাগার, মিচেল সোয়েপসন ও টড মার্কি। এ ছাড়াও আরও কয়েকজন কাজ চালাতে পারেন। যদিও চোটের কারণে মাঠের বাইরে থাকা প্রেন ম্যাকগয়েল থাকলে অজিদের স্পিন বিকল্প আরও বাড়তো। অস্ট্রেলিয়া ধরে নিয়েছে ভারত স্পিন পিচের চ্যালেঞ্জ দেবে। সে কারণে আলুরে ফুটিকাটা ভাঙা উইকেটেও অনুশীলন চালাচ্ছে প্যাট কামিন্সের দল। যদিও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানা যাচ্ছে, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে র‍্যাক টার্নার বানাচ্ছে না ভারত। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উল্লেখ, নাগপুর, দিল্লি, ধরমশালা ও আমেনদাবরের কিউরেটরের কাছে নির্দেশ গিয়েছে পাঁচ দিন টেস্ট খেলার পক্ষে উপযুক্ত ভালো পিচ তৈরির। বাংলাদেশে ভারত টেস্ট সিরিজ জিতলেও অনেক ব্যাটারেরই স্পিন খেলার দুর্বলতা প্রকট হয়েছিল। সে কারণে হিতে বিপরীত হতে পারে সেই আঁচ করেই র‍্যাক টার্নার বা পুরোপুরি ঘৃণি উইকেট বানানো হচ্ছে না। ঋষভ পন্থ, জসপ্রীত বুমরাহর মতো ক্রিকেটার না থাকায় এবার দেশের মাটিতে ভারতীয় দল দুর্বল বলেও উল্লেখ করেছেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক তথা ভারতের প্রাক্তন কোচ গ্রেগ চ্যাপেল। ব্যাটারদের স্পিন দুর্বলতা কাটাতে ভারত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করেছে। নাগপুরে চলছে ভারতীয় টেস্ট দলের শিবির। এমনিতে টেস্ট দলে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল ও কুলদীপ যাদব। নেট বোলার হিসেবে আরও ৬ স্পিনারকে ডাকা হয়েছে। তাঁরা হলেন বাহাতি স্পিনার



সৌরভ কুমার, অফ স্পিনার জয়ন্ত যাদব, পুলকিত নারায়, বাহাতি স্পিনার সাই কিশোর, লেগ স্পিনার রাহুল চাহার ও অফ স্পিনার ওয়াশিংটন সুন্দরকে। পরিসংখ্যান বলছে, রোহিত শর্মা ৫৭ ইনিংসে ২৫টিতে স্পিনারের বলে আউট হয়েছেন। চোতেশ্বর পূজারা ১২২ ইনিংসে ৫০ বার, বিরাট কোহলি ১৩০ ইনিংসে ৫৭ বার, লোকেশ রাহুল ৬৮ ইনিংসে ১৯ বার ও শুভমান গিল ১৬ ইনিংসে ৮ বার স্পিনারদের শিকার হয়েছেন টেস্টে। নাথান লিয়র কথা ভেবেই ভারত শিবিরে অফ স্পিনারদের বেশি সংখ্যায় রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের স্পিনারদের নেটে সামলালে অজিদের স্পিনারদের ভারতীয় ব্যাটাররা শাসন করবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে যারা টেস্ট খেলবেন নেটে বেশি বোলিং করে তাঁদেরও ক্লাস্টির শিকার হতে হবে না।

## দিল্লির অধিনায়ক হবেন ডেভিড ওয়ার্নার

## পন্থের বদলে দিল্লির উইকেটের পেছনে অনুশীলনে বাংলার অভিষেক পোড়েল

কলকাতা, ৫ ফেব্রুয়ারি : আইপিএল শুরু হতে এখনও একমাসেরও বেশি সময় বাকি। এরই মধ্যে অনুশীলনে নেমে পড়ল দিল্লি ক্যাপিটালস। রবিবার থেকেই অনুশীলন শুরু করল দিল্লি। তবে প্রথম দিনের অনুশীলন হল কলকাতায়। সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রবিবার থেকে শুরু হল অনুশীলন। যশ ধুব, সরফরাজ খান, কমলেশ নাগারকোটিরা ছিলেন প্রথম দিনের অনুশীলনে। বাংলার পেসার মুকেশ কুমারও দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন। এদিন দিল্লি ক্যাপিটালসের অনুশীলনে দেখা গেল অভিষেক পোড়েলকে। আইপিএল নিলামে ডাক পান বাংলার উইকেটকিপার। দিল্লির নেটে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাটিং করলেন অভিষেক। ট্রায়ালে ডাকা হয়েছে তাঁকে। গত বছর ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ সিরি়াপিয়ন দলের সদস্য ছিলেন অভিষেক। বাংলার চিমিরির দলের হয়েও নিয়মিত খেলেন। বাঁ হাতি তরুণ ব্যাটার বাংলার জার্সিতে ঘরোয়া ট্রফিতে নজরও কেড়েছেন। তাঁকেই এবার ট্রায়ালে ডাকল সৌরভের দিল্লি। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এ বারের আইপিএল খেলতে পারিলেন না অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। শোনা যাচ্ছে, পন্থের বিরুদ্ধ হিসেবেই তরুণ অভিষেককে ভাবছে দিল্লি শিবির। দিল্লিতে পন্থ ছাড়া উইকেটকিপার হিসেবে আছেন ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। ভারতীয় কিপারের খোঁজ করছে দিল্লি শিবির। আর সেখানেই শিকে ছিঁড়তে পারে বদ্ব কিপার অভিষেক পোড়েলের। যাদবপুরের মাঠে দিল্লির

অনুশীলনে হাজির ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এখন তিনি দিল্লির ক্রিকেট ডিরেক্টর। প্রথম দিন কড়া নজরেই দেখলেন দলের অনুশীলন। আইপিএলের আগে দলকে পুরোদমে দেখে নিতে চাইছেন মহারাজ। এদিকে গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় আগাতত বেশি কিছুদিন মাঠের বাইরেই থাকতে হবে ঋষভ পন্থকে। আসন্ন আইপিএলে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। পন্থের অনুপস্থিতি তাঁর ফ্রাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে নিঃসন্দেহে এক বিরাট ধাক্কা। পন্থ আইপিএলে খেলতে পারবেন না, একথা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই আসন্ন মরশুমে কে দিল্লির অধিনায়কত্ব করবেন, সেই নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছি। সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন দিল্লির ডিরেক্টর অফ ক্রিকেটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবার ও সোমবার কলকাতার সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দুইদিনব্যাপী অনুশীলন শিবিরের আয়োজন করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। সৌরভের তদ্বাবধানেই সেই শিবির আয়োজিত হচ্ছে। সরফরাজ খানের মতো রঞ্জির সেমিফাইনালে অংশগ্রহণ করছেন না, এমন ঘরোয়া ক্রিকেটাররা মোটামুটি সকলেই এই শিবিরে উপস্থিতি রয়েছেন। সেই শিবিরের মাঝেই সাংবাদিকদের সামনে সৌরভ আসন্ন মরশুমে দিল্লির অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেন। সৌরভ জানান প্রাক্তন আইপিএল জয়ী অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারই আসন্ন আইপিএল মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দেনেন।

## দুর্দান্ত লড়াইয়ের আশায় চেতেশ্বর পূজারা

নাগপুর, ৫ ফেব্রুয়ারি : প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে ব্যাটিং অর্ডারে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি। ভারতের মিডল অর্ডারের এক বিরাট স্তম্ভ। তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে বহু ম্যাচ ধরেছেন নিজের হাতে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে ১০০তম টেস্ট খেলবেন চেতেশ্বর পূজারা। ২০১০ সালে রাহুল দ্রাবিড অবসর নেওয়ার পর তাঁর জায়গায় অভিষেক হয় পূজারার। তার পূর্বসূরীর মতো পূজারা বিপক্ষের সব আক্রমণকে তেঁঁতা করে পিচ কামড়ে পড়ে থাকেন। বর্তমানে রাহুল দ্রাবিড ভারতীয় দলের প্রধান কোচ। কাকতালীয়ভাবে তাঁর জ্যগাঘা় অভিষেক করা পূজারা একটি ম্যাচের পরই ১০০তম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামবেন। পূজারা এখন ৯৮ টেস্টে ৪৪.৩৯ গড় নিয়ে ৭০১৪ রানের পাহাড়ের উপরে বসে রয়েছেন। আর কিছুদিনের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার

বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। এই সিরিজেও অন্যতম ভরসা তিনি। বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া থাকলে বারবার গর্জে উঠেছেন তিনি। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া থাকলেই আপনি গর্জে ওঠেন কেন? প্রশ্নের উত্তরে পূজারা বলেন, অস্ট্রেলিয়া এমন একটি দল যারা প্রতি পদক্ষেপে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। আমি সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে ভালোবাসি। আমি শুধু মৌখিক চ্যালেঞ্জের কথা বলছি না। এটা ঠিক যে অস্ট্রেলীয়রা মাঠে অনেক কথ বলে। এই বিষয়ে অনেকে অনেক কথাই বলেছেন, তবে আমি ক্রিকেটায় চ্যালেঞ্জের কথা বলছি। অজিরা খুব লড়াইবদল। এখন আমার দল সমস্যায় পড়ে, তখন আমার কাজ হল সেই সমস্যা থেকে দলকে বের করে আনা। তা আমি করবো। তবে তা বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। সিরিজের জন্য

তিনি কেমন প্রস্তুতি নিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করা হলে পূজারা জানান, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে আমি কয়েকটি রঞ্জি ম্যাচ খেলেছি। রাজকোটে নিজের বাড়িতে গিয়ে প্র্যাকটিস করেছি। সবকিছু আমি বলতে পারছি না। কিছু কিছু বিষয়ের উপর গভীরভাবে অনুশীলন করেছি যা আমাকে এই সিরিজে সাহায্য করবে বলে মনে করছি। এই সিরিজে অজিরা রাখেন, ঋষভ ও জসপ্রীত বুমরাহ না থাকায় ক্ষতি হবে কিনা সেই বিষয়ে বলেন, ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। প্রতিটি ক্রিকেটার নিজ নিজের প্রমাণ করতে উদগ্রীব থাকেন। শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, দল হিসাবেও সেরা থাকতে চাই আমরা। এর আগেও ভারত-অস্ট্রেলিয়ার দুর্দান্ত সিরিজ হয়েছে। এই সিরিজটাও তেমনই হবে বলে আশা করছি। ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ।

## দিল্লি ছেড়ে মুম্বইয়ে ঝুলন গোস্বামী

মুম্বই, ৫ ফেব্রুয়ারি : শেষমেশ সত্যি হল জল্পনা। দিল্লি নয়, আসন্ন উইমেল প্রিমিয়ার লিগে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচিং স্টাফ হিসেবে দেখা যাবে ঝুলন গোস্বামীকে। মুম্বইয়ের বোলিং কোচ তথা মেন্টরের দায়িত্ব পালন করবেন ঝুলন। ক’দিন আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে, তাঁরা ঝুলন গোস্বামীকে মহিলা দলের দলের বোলিং কোচ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে প্রস্তাব গ্রহণ করছেন না তিনি। ঝুলন সম্ভবত মুম্বইয়ে যোগ দেবেন। প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতির দাবি যে ভুল নয়, সেটা বোঝা গেল রবিবার। এদিন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি জারি করে মহিলা দলের জন্য নিযুক্ত কোচিং স্টাফদের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রত্যাশা মতোই সেই বিজ্ঞপ্তিতে ঝুলনের নাম রয়েছে বোলিং কোচ হিসেবে। মুম্বই হেড কোচ অ্যালিস্টো ও রীতিমতো চমক দেয়। তাঁরা দলের হেড কোচের দায়িত্ব তুলে নেয় ইংল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন শার্লট এডওয়ার্ডসের হাতে। দলের ব্যাটিং কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে দেবিকা পালশিকের। টিম ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছেন টিসি ভট্টাচার্য। এডওয়ার্ডস শুধু ক্রিকেটার হিসেবে চূড়ান্ত সফল, এমনটাই নয়। তাঁর কোচিং কেরিয়ারও রীতিমতো



বকম্বাকে। দ্য হান্ড্রেডে সাদার্ন ভাইপার্স ও সাদার্ন ব্রড দলের হেড কোচ ছিলেন এডওয়ার্ডস। উইমেল বিগ ব্যাশ লিগে কোচিং করিয়েছেন সিডনি সিগ্নার্সকে। দুই দশকের ক্রিকেটার জীবনে শার্লট বিস্তার সাফল্য পেয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে ইংল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ান ডে ও টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে। শার্লট ইংল্যান্ডের হয়ে ২৩টি টেস্ট, ১৯১টি ওয়ান ডে ও ৯৫টি আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। টেস্টে ১৬৭৬, ওয়ান ডে ক্রিকেটে ৫৯৯৩ ও আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেটে ২৬০৫ রান সংগ্রহ করেছেন তিনি। তিন ফর্ম্যাট মিলায়ে ৭৫টি আন্তর্জাতিক উইকেটও রয়েছে

এডওয়ার্ডসের বুলিতে। ঝুলনের সেই অর্থে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা নেই। তবে বাংলার মহিলা ক্রিকেট দলের মেন্টরের ভূমিকা পালন করছেন তিনি। মহিলা ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা বোলারদের মধ্যে অন্যতম ঝুলন। ক্রিকেটার জীবনে বিস্তার সাফল্য পলেও বিশ্বকাপের ট্রফি অধরা রাখাে তাঁরা। ঝুলন ভারতের হয়ে ১২টি টেস্ট, ২০৪টি ওয়ান ডে ও ৬৮টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। ওয়ান ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে সব থেকে বেশি ২৫৫টি উইকেট রয়েছে ঝুলনের বুলিতে। তিনি টেস্টে ৪৪টি ও আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ৫৬টি উইকেট নেন।

### আরবে এশিয়া কাপ!

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তানের মাটিতে অনেকদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরেছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় দল সেখানে যেতে রাজি নয়। তাই এ বছরের এশিয়া কাপ পাকিস্তান থেকে সরে যাচ্ছে বলে অনুমান। শনিবার রাতে বাহারইনে এশিয়ার ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মূলতঃ পিসিবি প্রধান নাজাম শেহির আহ্বানেই এই সভা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও নাকি ভারত নিজদের অবস্থানে অনড় থাকে। আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের মাটিতে এশিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে। চলতি বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ থাকায় এশিয়া কাপও হবে পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে। বিসিসিআই আগেই ঘোষণা করেছিল যে, পাকিস্তানে তারা দল পাঠাবে না। এসিসির সভাতেও নাকি বিসিসিআই সচিব জয় শাহ নিজের অবস্থানে অটল ছিলেন। এরপর আজ এক বিবৃতিতে এসিসি জানিয়েছে, ২০২৩ এশিয়া কাপ নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। টুর্নামেন্ট সফলভাবে আয়োজন করতে কার্যনির্বাহী বোর্ড সব ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে। আগামী মার্চে এসিসি কার্যনির্বাহী বোর্ডের পরবর্তী বৈঠকের পর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত জানানো হবে। জানা যাচ্ছে, গতবারের মতো এবারও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত হতে পারে এশিয়া কাপ। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেছেন, ভারত সরকার আমাদের ক্রিকেট দলকে পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার অনুমতি দেবে না। আমরা অন্য বোর্ডগুলোকে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি। এ নিয়ে ভারতে সবাই এক মাস অপেক্ষা করতে চেয়েছে। বুঝতে পারছেন, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শুভমান গিলয়ের ছাড়া কোনো টুর্নামেন্ট হলে পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলো মুখ ফিরিয়ে নেবে। ভারতের এই অবস্থানের কারণে, সংযুক্ত আরব আমিরাতেকেই এশিয়া কাপের সম্ভাব্য ভেনু হিসেবে ধরা হচ্ছে।

সব খবর সবার আগে, বাংলায়

Download The App Now

GET IT ON Google Play

ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন



রয়েছে। সুতরাং এটি থেকে আপনি অনুমান করতে পারেন যে সেই ওয়েবসাইটটিও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বোলিং অ্যাকশন সম্পর্কে জানে না। আসলে অশ্বিন একজন অফ-স্পিনার কিন্তু তাঁর বোলিংয়ে এতটাই বৈচিত্র্য রয়েছে যে তিনি ডান হাত দিয়ে লেগ স্পিনারের দ্বিতীয় এবং ক্যারাম বলটিও করতে পারেন। আসলে রবিচন্দ্রন অশ্বিন এমন একজন বোলার যিনি অস্ট্রেলিয়ার জন্য সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা হয়ে উঠতে পারেন। এই কারণেই অশ্বিনকে সামলাতে ‘নকল অশ্বিন’ বোলার মহেশের বিরুদ্ধে নেটে প্রচুর ব্যাটিং অনুশীলন করেছে অস্ট্রেলিয়ান দল। অশ্বিন টেস্ট ক্রিকেটে বিশেষ রেকর্ড গড়ার কাছাকাছি। অশ্বিন যদি আর একটি উইকেট নিতে সফল হন, তবে তিনি টেস্ট কেবিরারে তাঁর ৪৫০ উইকেট পূর্ণ করবেন।

### বিশ্বকাপে ফোকাস

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি : চলতি বছরে এই প্রথম বারের মতো মহিলাদের আইপিএল দেখাবে ক্রিকেট বিশ্ব। জানা গিয়েছে, ১৩ ফেব্রুয়ারি মুম্বইতে মেয়েদের আইপিএলের নিলামের আসর বসার কথা। যা নিয়ে ক্রিকেট মহলে রীতিমতো আলোচনা চলছে। তবে এই নিলামের থেকেও ভারতের মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপ। ১২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যাত্রা শুরু করবে ভারত। তাই বিশ্বকাপের চেয়ে এখন আর কোনও কিছুকেই বড় করে দেখছেন না তিনি। সদ্য অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের দল। এই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন বাংলার মেয়ে ঋষিতা বসু, রিচা ঘোষ ও তিতাস সাধু। তাঁদের জয়ের উদাহরণ টেনেই হরমকে বলতে শোনা যায়, ভারতের সাফল্যের বুলিতে আরেকটি আইসিসি ট্রফি দেখতে চান তিনি। একজন ক্রিকেটারের কাছে বিশ্বকাপের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কী হতে পারে শেষে এ কথাও যোগ করেন হরমনপ্রীত। টি-২০ বিশ্বকাপের বড় ম্যাচের পরের দিনই কেন এই নিলামের আসর রাখা হল? তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন এতে ক্রিকেটারদের উপর মানসিক চাপ আসবে।